প্রকাশকের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্বে অনুভব করিয়া কবি-পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত মহাশয়ার অনুমতি যথাকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নান অনিবার্য কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৯৩০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান বর্ষে দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে নূতন কয়েকটি কবিতা সংযোজিত ও মূল গ্রন্থগুলি দেখিয়া পাঠ সংস্কার করা হইয়াছে। এই কার্যে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর কাব্য-সঞ্চয়ন যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সমাদার লাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই।

এই সংগ্রহের জন্য আমরা অনেকের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন করিয়া স্বর্গত সুহৃদের উদ্দেশ্যে প্রীতি-অর্ঘ নিবেদন করিয়াছেন। চারুবাবু কবির মৌলিক রচনা ও সুরেশবাবু অনূদিত কবিতাগুলি চয়ন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারে নানারকমে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের।

কবি-পরিচয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মাতুলালয় নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্র-নাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—রজনীনাথ দত্ত ; পিতামহ—মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথের পাঠে যেরূপ অনুরাগ ছিল, পাঠ্য পুস্তকে সেরূপ ছিল না। তিনি ১৮৯৯ সনে কলিকাতা সেনট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে, এবং ১৯০১ সনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষাদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পর তিনি আর বিদ্যালয়ে যান নাই, মাতুলের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ব্যবসায়ে যোগ-দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেও অতি অল্পদিনের জন্য। তিনি বলিতেন, "ব্যবসায় ত' অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অর্থে আমার কি প্রয়োজন?" সত্যেন্দ্রনাথ সোৎসাহে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবধি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই তাঁহার কবিতা রচনার সূত্রপাত। ছাত্রাবস্থায়, ১৯০০ সনে, তাঁহার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুদ্রিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি আত্ম প্রকাশ করেন ; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (ফাল্গুন, ১৩০৮) তাঁহার "দেখিবে কি (ভল্‌টেয়ার হইতে)" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ৪১ বৎসর বয়সে, ১৯২২ সনের ২৫এ জুন অকালে তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তালিকায় যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত 'মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা' হইতে গৃহীত।

গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

১। **সবিতা** (কাব্য—পৃঃ ২৬) ১৩ই জুন, ১৯০০ ; ২। **সন্ধিক্ষণ** (কাব্য—পৃঃ ১৩) ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ; ৩। **বেণু ও বীণা** (কাব্য —পৃঃ ১৫০) ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬—ইহার ২য় সংস্করণে 'সন্ধিক্ষণ' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; ৪। **হোমশিখা** (কাব্য—পৃঃ ১৫৭) ১২ই অক্টোবর ১৯০৭—কবির প্রথম উদ্যম 'সবিতা' এই গ্রন্থের প্রথম কবিতারূপে স্থান পাইয়াছে ; ৫। **তীর্থ-সলিল** (কাব্য—পৃঃ ১৭৫+।৵০) ২০এ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ ; ৬। **তীর্থরেণু** (কাব্য—পৃঃ ২০১+৸০) ১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ ; ৭। **ফুলের ফসল** (কাব্য—পৃঃ ১০৫) ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১ ; ৮। **জন্মদুঃখী** (উপন্যাস—পৃঃ ১৬১) ২০এ জুলাই, ১৯১২—নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie-রচিত "Livss-laven" নামক উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত ; ৯। **কুহু ও কেকা** (কাব্য—পৃঃ ১৯৭) ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২ ; ১০। **চীনের ধূপ** (নিবন্ধ—পৃঃ ৬৪) ৫ই অক্টোবর, ১৯১২ , ১১। **রঙ্গমল্লী** (নাট্য— পৃঃ ১৩৯) ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩ ; ১২। **তুলির লিখন** (কাব্য—পৃঃ ১৮০+১) ২২এ আগস্ট, ১৯১৪ ; ১৩। **মণি-মঞ্জুষা** (কাব্য—পৃঃ ২৬৮) ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ ; ১৪। **অভ্র-আবীর** (কাব্য—পৃঃ ২৪০) ১৬ই মার্চ্চ, ১৯১৬ ; ১৫। **হসন্তিকা** (ব্যঙ্গ কবিতা—পৃঃ ৮৮) জানুয়ারি, ১৯১৭ ; ১৬। **বারোয়ারি** (উপন্যাস—ইহার ২৯-৩২ পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ ২০০—২৩৪ পৃঃ সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত) ৩রা মে, ১৯২১।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৭। **বেলা শেষের গান** (কাব্য—পৃঃ ১৭৩) ১৯এ অক্টোবর, ১৯২৩ ; ১৮। **বিদায় আরতি** (কাব্য—পৃঃ ১৯১) ২রা মার্চ্চ, ১৯২৪ ; ১৯। **ধূপের ধোঁয়ায়** (নাটিকা—পৃঃ ১০০) ১২ই জুলাই, ১৯২৯ ; ২০। **কাব্য-সঞ্চয়ন** (নির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃঃ ২৪৬+৩) ২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ ; ২১। **সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা** (নির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃঃ ৭৮) ইং ১৯৪৫ ;

সূচী

অনুবাদ

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরিগাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে।
আশ্বিনে উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরবসংগীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্যনব সংগীতের হারে।
অন্যায়, অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,

কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি॥

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা। বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই ব'লে; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে ॥

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু-সাথে-মিলিত-মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষন্ন মূর্ছনা ;
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা ॥

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশরসুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া-'পরে করি ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলালাগা পাখীজাগা বসন্তপ্রভাতে,

নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে, শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথরাত্রে, হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলিগুণ্ঠনতলে ॥

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে , ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত কবি, মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোক যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে। যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত—আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্তলোকের দ্বারে—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য-সঞ্চয়ন

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা ;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবে না কাব্য-মধু ?
প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা ?
কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরানী মুহুরী ?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?
কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ ত করে না ঘৃণা,
প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি।
চাঁদের কিরণ সে ও লুটে তার পায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের 'পরে,
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় !
তবে ফিরায়ো না আঁখি কুরূপ বলিয়া,
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া !

ডাক টিকিট

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি
যদি তা' পুরানো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, সুদান, চীন, পারস্য, জাপান,
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান!
কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তিদেবী—কা'র বুকে—তুষার-পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কার' বুকে রাজা, কার' মানব মহত্ত ;—
যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প, জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ!
কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা!
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি!
নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি!
কেহ বা এনেছে কার' কুশল-সংবাদ—
মাখি' সুধামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন!
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন!
সকলগুলিই আমি ভালোবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই!

কোন্ দেশে

[বাউলের সুর]

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?

কোন্ দেশে

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!
কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!
কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ ধূলি কোথা রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

বঙ্গ জননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল নয়ন যুগল জল ভরে প'ড়ছে ঢুলে,
কাল্ মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলে আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?
মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা গরল হ'য়ে ফিরে আশে মোদের পাশে,
বনে কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে।
বল্ মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !
চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

'কুস্থানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা !
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা যে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
ব্যথা তা'র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবি'ছ নিয়ত!

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
ঊর্দ্ধমুখ উদ্‌গত নয়ন ;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার' যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?
দেখি' তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
বুদ্ধ—তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের ক্ষণেকের তরে !

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !
এ যেন নয় গীতি,
এ যেন নয় আলো,

তবু দোলায় মনে নিতি,
তবু কেমন লাগে ভাল,—
মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধু-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা।
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
ঊষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্ত্য-ভুবন-কারা!
তারার বনে মন হয়েছে হারা!

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন-তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুলছে ক'সে!

দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্‌ ভনিয়ে।—
আস্‌ছে কারা
হন্‌ হনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্‌ দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁক্‌ছে ধূলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে।

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ বাড়িয়ে
নামল মাঠে
তামার টাটে!

তপ্ত তামা—
যায় না থামা,—
উঠছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে!
মেঠো জাহাজ
সামনে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে!

কাজলা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে!
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া!

'সামাল' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তারা!
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!
বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপছে কাদা;
মট্কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে—ডাগর
চক্ষু মেলে!—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পড়্‌জাপতি
হলুদ বরণ.—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;

এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!
পান্ধী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা।
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!

পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুলী জলে ;
টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে
আপন নাটে !

শঙ্খ চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে।
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরি কত ?
আরো কত দূর ?

"আর দূর কিগো ?
বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে,
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে!

গ্রীষ্মের সুর

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহুঃ কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে।
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে, নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশ দিক্!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারি দিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে,—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

হায়!
সান্ত্বনা কোথায়?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উন্মা-মনে;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায়!
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নিকণা ক্ষরে,
হাতে মাথে ধুনি জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায়!

হায়!
হৃদয় শুকায়!
অন্তরে আনন্দ নাই, চোখে নাহি জল
মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ
কে করিবে অনুযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযোগ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদযোগ!
নাহি বাষ্পবিন্দু নভে,—বরষা সুদূর;
দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায়;
হায়!

রিক্তা

[মালিনী ছন্দের অনুকরণে]

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্বণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

যক্ষের নিবেদন

[মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে]

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক,
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্;
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্থর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায়;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ! বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই;
দুঃখের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্মল হোক্ পথ, শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোক্;
চঞ্চল খঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও;
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক" বন্ধু! বন্ধুর আশিস্ লও।

কাশ ফুল

হোথা বরযার ঘন-যবনিকাখানি
সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি!
ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তুলি।
যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত
করি' দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপন তুলি লাখে লাখ
সহসা উঠেছে জেগে
তারা কিছু রাখিবে না পাংশু ধূসর
কিছু রাখিবে না রুক্ষ,

তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
আপনার রংটুকু
তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
ধূত-তুলি অঙ্গুলি,
ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায়
কাশের শুভ্র তূলি !

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া;—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত।
দুর্দমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি'!

অন্তহীন মূর্চ্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে;—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে!
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর;
দুর্ব্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্ঞেয় সুদূর!

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্ব্বার;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার!
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চলে' এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিন রাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন; সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগলি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে।
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এ যে আকুল-করা রূপ!
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়', জগৎ রহে চুপ;
পাগলি হাসে আপন মনে পাগলি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে,
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল্ হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে!
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত!

তখন ও এখন

[রুচিরা]

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল্-বাতাস লেগে;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে ঝিনি সুতার রাঙামালা;
একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়ে,—
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়—

গুহার তলে গুমরে কেঁদে আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে নাইক' দয়া নাইক' স্নেহ!
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ব্বিবাদে
মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাথে;

তবুও শিকল পরিয়ে দিয়ে রাখলে আমায় বন্দীবেশে
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু আমায় কিনা বাঁধলে শেষে!
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে ব'লে
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি ক্রমে পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো—'যায় না চেনা!'
বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা!
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাক্‌বে আরো?
রুদ্রতালে নাচব কবে? তোমরা কেহ বল্‌তে পার?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে
শূদ্র রেখেছে সংসার ওগো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র—একথা শাস্ত্রে কহে
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে যে করিতে সেবা?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে!

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার।
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার!
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;

অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায়;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর।
স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর।
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায়;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।
রাখব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের, পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হ'বে ঘর।
উচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলায় তুমুল আন্দোলন;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ, মা, বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর!"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না? নামটি নেবে?—একি বিষম লাজ!
বাংলা দেশের দেশী মানুষ! বিদ্যাসাগর! বীর!
বীরসিংহের সিংহশিশু! বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,
আদর্শে যে সত্য মানে,—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে;

পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক' দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জেলে শিখছে ওরা কজাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ক্রটি ওদের অনেক হয়,
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল ; ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগের মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়!

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের কাছে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে,
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে,
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি' করতলে;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।

প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে লাগিবে না তার বেশী
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না রেষারেষি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি;
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধ ভরা—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি।
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে।
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি
মউল ফুলের মাল্য মাথায়
লীলার কমল গন্ধে মাতায়
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই
অনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেখিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না; সকলে.
চাহিয়াছি আমি;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ;
আজ ক্ষমা চাহিতেছি ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি
আজ ক্ষমা চাই,
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ—
আমি জানি, ভাই!
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,

উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।
খেলাধূলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের,
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে মণি।
মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না হায়!
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়! বিদায়!

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রীরূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে—

কৌস্তভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি,—
তাহারে নমস্কার।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম,
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায়;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।

সশব্দে বাঁশের নাবে শির,—
শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির,
পথ ছাড়ি ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হ'য়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁজে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
পাতা উড়ে ঠেকে গিয়ে আলে,
কাক বসে দড়িতে কুয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভরল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুঞ্জগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

ঝল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিক্‌লি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে ;

টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কাদা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে ;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী !

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে !
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেজা পিতল,
কেয়া-ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল।

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি ছড়াইছ ফেন-পুষ্পরাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্ব্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্তি তোর গাহে নিরন্তর ;
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা ;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী।
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী।

অমল পরশ তোর, বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত হিল্লোল।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে স'পি পুত্রকন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

একদিন তারা সবে ; দেহ ভার—বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,
ভস্ম মিশে ভস্ম সনে,—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার,
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার।

পর্ব্ব রচি তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি' তোমারে অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—"দেখা যায় বারাণসী !"
চমকি চাহিনু,—স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি' !
এ পারে-সবুজ বজরার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ—ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।
জয় জয় বারাণসী !
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;

এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাতি যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
স্তায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসীর জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি!
এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি বিকাইল আপনায়।
তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয় ;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত মুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ-মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শতজনমের রূপ!
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি!
এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।

এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাহার দোঁহায় মিলেছিল হুঁহু হিন্দু-মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ মিলিবে; এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হ'বে তুমি নিশ্চয়।

স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরুভূমি;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে,
তৃষিত জগত খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি?
মধু-বিদ্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হোক্ সকল মানব, জয়ী হোক্ ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পড়ুক কর্ম্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বেনাকো একেবারে
সবারেই দিতে হ'বে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চির জনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ,
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?
দাও, সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক,

বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে।
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব সে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

নিবেদিতা

প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী;—
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীনভাবে; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

স'পেছিলে সর্ব্বধন,—কায়, মন, বচন, আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ করে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল মূলে,—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী;
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন; কালোরে কে করিস্ ঘৃণা!
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা।
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা!

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যামসায়রে!
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে;
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে;
কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে।
দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে
কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে;
দূর্ব্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে;
বৃন্দাবনের সেই যে কালো,—
রূপে তাহার ভুবন আলো,
রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল তলে;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে।

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁট্‌বে কে কূট-নীতির ফেরে?
কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি;
হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে,—
কালোর আলো জল্‌ছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে;
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি
কল্যাণেরি করছে সৃষ্টি,—
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে।

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্‌ ঘৃণা!
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা;
কালো মেঘে জাগায় কেকা,
চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের সে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা!

আবার

সেদিন আবার ফুট্‌বে মুকুল
সেদিন আমায় দেখতে পাবে;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাক্‌ব দূরে কোন্ হিসাবে!
আস্‌ব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে!
তোমরা যখন কইবে কথা,
শুন্‌ব আমি শুন্‌বো গো তা'
আমার কথা হরষ-ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে!

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিরে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লূতার সূতায় ঝুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয়!
বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,

জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
মুখখানি তার চুমায় ছায়!
ফুলের তুরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আর কিসের দেরী,
ভরে দে, এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্-পোকার চুম্‌কি জ্বলে
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে
স্বপ্ন-শাসন মেলবি আয়!
অঞ্চলের আর অঞ্জলিতে
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্ রে যত পরাণ চায়;
আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নিছনি তার
রাখিস নিথর চাঁদের ভায়!
ক্লান্ত নয়ন পড়লে ঢুলে
ঘুমাস কোমল শিরীষ ফুলে
শুকতারাটি ডুবলে না হয়
ফিরবি ভোরের আবছায়ায়!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ্,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু
ধ্বংসের আমি দূত।

আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো!
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিঁকে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়।
গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞ জনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল!
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভরি দরে!
গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিঁকে;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিঁকে!

তোড়া

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সুতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগলে পরে পাপড়ি পড়ে খুলে—
তবুও আগাগোড়া;
চৌকী দিতে পারলে না চোখ্ জোড়া;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মত, দুখের মত, মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান!
হাল্কা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙে চুরে
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান!
মধুর মত, মদের মত, দুখের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশাসখানি পড়লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরা'ল!
নিবে গেল নিমেষহারা আলো!
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি';
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া উষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্চ্ছে দেহ, মোহ মন,—মুহুর্মুহুঃ করি অনুভব!
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিয়েছে তনু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সূর্য্যের সৌরভ।

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল!
করমচা-ডাল আঁচল ধরে
ভোমরা তারে পাগল করে
মাছ-রাঙা চায় শিকার ভুলে
কুহরে পিক অনর্গল;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে!
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে;

আর হাল্‌কা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তার সীঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্ লাগল মেঘে
কানে জোড়া দুল্ দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল;
তার সরু সীঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল!

সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদ-মালা তায় ভাসতে থাকে!
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
কল্‌মী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
বিনিস্থতার হার সে গড়ে,
দোলনচাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে!
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,

তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
সে বেণীতে দেয় বকুল মালা
বিনিস্থতায় হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদলে পড়ে মুক্তা ঝরে
হাস্‌লে পরে মাণিক হাসে!
কেবল কাঠের নৌকাখানি
জানে নাক' তুফান পানি ;—
কুলকুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
নুইয়ে মাথা আশে পাশে ;
যদি সেঁউতি 'পরে চরণ পড়ে
হয় সে সোনা অনায়াসে!

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে!
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরুছে মাতি',—
তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী
শুঁড়ে তুলে তুল্‌বে মুড়ে!
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল।

ফুলে ফুলে দোল পুলক-পুতলি
ফুলে ফুলে ফুল-দোল।
উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
অভিনব চন্দন,—
রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
পুলকের ক্রন্দন!
সন্ত মধুতে সৌরভ ওঠে
বায়ু বহে উতরোল!
দুলে দুলে ওঠে পরাণ-পুতলি
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
চাঁদের বরণ তপনের আলো
চামেলি চাঁদের হাসি
কূলে কূলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে—
অশ্রু-সায়রে ভাসি!
কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল!
জাগিল কী এক ভাব!
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন্!
রসের আবির্ভাব!
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল!
পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

পারিজাত

এ পারে সে ফুটল নারে ফুটল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কখনো টুটল না—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত!
এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছুসি,—
মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;
ও পারে তার মালা রচে উর্ব্বশী—
স্বপন-মাখা মৌন আঁখিপাত!
স্বর্গ-ভুবন মগ্ন গো তার সুগন্ধে
ফুটেছে সে মন্দারেরি সাথ ;
ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে
অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত!
এ পারে তার হরণ ক'রে আন্‌বে কে ?—
মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?
তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মান্‌বে কে ?—
স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার ?
ঐরাবতের মাথায় অসি হান্‌বে কে ?—
প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?
পারের পারিজাতের মরম জান্‌বে কে ?
কে ঘুচাবে প্রাণের হাহাকার ?
এ পারে কি কল্পনাতেই থাকবে সে !—
নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?
সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাক্‌বে সে—
চির সাধের পারের পারিজাত!

বিদ্যুৎপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !
হাস্যের স্ফূর্তি !
লহরের লীলা ঠিক
লাস্যের মূর্তি !
বিজুলীর আমি জ্যোতি
অতি চঞ্চল মতি
গতি বিনা আন্‌গতি
নাই আন্‌ মুক্তি।

নন্দনে তাই হায়
না পাই আনন্দ ;
পারিজাতে টুটে যায়
মোহ-মোহ গন্ধ !
কে কোথায় গায় গান—
বিহ্বল মন প্রাণ ;
মর্ত্ত্য-ফুলের ঘ্রাণ
মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্ত্য-ফুলের বাস—
মৃত্যুর ছন্দ—
আকাশে ফেলিয়া শ্বাস
রচে চারু দ্বন্দ্ব !
কোথা ধরণীর তলে
কি নব সৃজন চলে,
ঘন মন্থন-বলে
ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি
সাগরের মন্থ,
অনাদি গরল ঘেরি'
অমৃত অনন্ত!
মোরা সাগরের মেয়ে
মন্থন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত,
তোমারে করিব দান
চুম্বন-বিত্ত।
গান্ধারে ধর সুর,—
ধর সুর সুমধুর,
গাও, গীত-সুখাতুর
আমি করি নৃত্য।

কল্পতরুর ফুল
পড়িল কি খসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া!
কিসের আভাসখানি
কে কোন্ স্বপন-বাণী?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিশ্বসিয়া।

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা;

নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে রই, বঁধু,
স্বর্গের বর্গে।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়গে।

জাগে নূতনের ক্ষুধা,
তাই চেয়ে বক্রে
নেমে এনু পীত-সুধা
চকোরের চক্রে;
এক ঠাঁই নাই সুখ
মন তাই উৎসুক,
নাচে হয় ভুলচুক
শাপ দেয় শক্রে।

নাই তবু নব ঋক্
মন্ত্রের দ্রষ্টা,—
নব-ধাতা কৌশিক
নব-লোক স্রষ্টা;
নাই রাজা পুরূরবা,—
তবু ধরা মনোলোভা;—
যেচে ত্যজি সুরসভা,—
শাপে হই ভ্রষ্টা।

তবু যে যুবন্ হিয়া
দুর্লভ-লুব্ধ,
আছে আজো শ্যামলিয়া
ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ ;
নব নব প্রেরণায়
দিশি দিশি তারা ধায়
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়
দেখে চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর
কৌতুক-চিত্তে
নেমে আসি ধরা 'পর
সাধনার তীর্থে ;
অপরূপ এ ধরণী
কামনা সোনার খনি
চিরদিন এ যে ধনী
নব-আশা বিত্তে।

ঝাঁপ দিয়ে অজানায়
তোলে মণি মর্ত্ত্য,
স'পি' মন অচেনায়
প্রেম পরিবর্ত্ত !
চির-উৎসুকী তাই
মানুষের মুখ চাই
গোপনের তত্ত্ব পাই
স্বপনের অর্থ।

স্বপনে স্বপন বাঁধি
অঙ্গুলি-পর্শে
আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
নির্ঝর-বর্ষে !

মোরা পরী অপ্‌সরী
ক্ষিতি অপ তেজ ভরি
সঞ্চরি যাই সরি
নব নব হর্ষে।

পরশ বুলায়ে যাই
শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায় হাসে তাই
দুধে-ধোয়া দন্তে।
তরুণ আঁখির ভায়
উঁকি দিই ইশারায়,
এ হাসির বিভা ছায়
কীর্ত্তির পন্থে।

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন আঁখি
হেরে নব বিশ্ব!
মনের মানস-রসে
নব ভব নিঃশ্বসে
নব আলো পড়ে খ'সে
মরণ-অধৃষ্য।

ভাব—ভাব-কদমের
ফল দিনে রাত্রে
ফুটে ওঠে জগতের
রসঘন গাত্রে,
মধু তার অফুরান্‌
সুধা হ'তে নহে আন্‌
মোরা জানি সন্ধান
ধরি হৃদি-পাত্রে।

মোরা উঠি পল্লবি'
বিদ্যুৎ-লতিকায় ;
নীহারিকা ছায়াছবি,—
মোরা নাচি ঘিরি' তায়।
মুকুতায় অবিরাম
করি মোরা অভিরাম,
জড়াই কুসুম-দাম
সাগরের অতিকায়।

আমরা বীরের লাগি'
স-রথ স-তূর্য্য,
বণিকের আগে জাগি'
মণি বৈদূর্য্য,
তাপসের তপ টুটি,
হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
কবির হৃদয়ে ফুটি
জ্বালাহীন সূর্য্য।

স্বরগে মরতে নিতি
করি মোরা যুক্ত,
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নির্মুক্ত।
কল্প-পাদপ আর
কল্পনা-লতিকার
দিই বিয়ে, রচি তার
বিবাহের সূক্ত।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
তট-জলে রঙ্গে,—
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্
ভঙ্গ তরঙ্গে,—

ফুল-বনে পরশিয়া,
যৌবনে সরসিয়া
চুম্বনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে।

ফাল্গুনে মরতের
বুকে রচি নন্দন,
বনে বনে হরিতের
ঢালি হরি-চন্দন ;
আকাশ-প্রদীপে চাহি
মোরা কত গান গাহি,
কবি-হৃদে অবগাহি
লভি শ্লোক-বন্ধন।

শুক্ল শারদ রাতে
জোছনার সিন্ধু,
মেঘের পদ্মপাতে
মোরা মণি-বিন্দু।
মেঘের ও পিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে,
আঁখিজল পড়ে ভূঁয়ে
ঘ্যাখে চেয়ে ইন্দু।

ভালবাসি এ ধরারে
করি চুমা বৃষ্টি
মৃত্যুর অধিকারে
অমরতা সৃষ্টি ;
সুখের কাঁদন শিখি
মরমে লিখন লিখি ;—
রোদে-জলে ঝিকিমিকি
হেনে যাই দৃষ্টি।

খেলি খেলা নিশি ভোর
সারা নিশি ভোর
চলে যাই হাসি-চোর
আঁখি-লোর সঞ্চি'
শুধু এই আনাগোনা
মনে মনে জাল বোনা,
গোপনের জানা শোনা
তপনে প্রবঞ্চি'।

পিয়ে যাই মন্তরে
নূতনের হর্ষ,
সঁপে যাই অন্তরে
বিদ্যুৎ-স্পর্শ!
দিয়ে যাই চুম্বন
চলে যাই উন্মন ;
জীবনের স্পন্দন—
হয় বা বিমর্ষ!

মিশে যাই ধোঁয়া-ধার
ঝর্ণার শীকরে,
হেসে চাই আরবার
জোনাকীর নিকরে,
খেয়ালের মদ্য সে
পান করি সদ্য সে,
চির-অনবদ্য সে
হাসি-রাশি ঠিকরে।

খেয়াল মোদের প্রভু,
দেবতা অনঙ্গ,
আমরা সহি না তবু
সত্যের ভঙ্গ ;

আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা;
নাহি সহি নগ্নতা,
নিলাজের সঙ্গ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে গুঞ্জে ;
ভাবে যারা তন্ময়
জানে না মরণভয়
তার লাগি' আনি হয়
রণ-ধূম-পুঞ্জে।

ফুটে উঠে হাসি সম
খড়গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি
সুর সম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে।

যুগে যুগে অভিসার
করি লঘু পক্ষে,
নাই লীলা দেবতার
অনিমেষ চক্ষে;
আকাশের দুই তীর
হ'তে নাহি দিই থির,
টিঁকি নাকো পৃথিবীর
সীমা-ঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা,
দ্যুতি মোরা দ্যুলোকে ;
স্বপনের ভুল মোরা
ভুল-ভরা-ভূলোকে ;
চরণে হাজার হিয়া
কেঁদে মরে গুমরিয়া
ধূলি হতে ফুল নিয়া
মোরা পরি অলকে ।

গাও কবি ! গাও গান
হে কিশোর-চিত্তে !
কিশলয়ে কর দান
চুম্বন-বিত্ত ।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
হের করি নৃত্য ॥

সবুজপরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও ।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও ।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী !
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি' !
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী ।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি'—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি';
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই ত পরাণ লয় নাহি';
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হ'য়ে উঠলো যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারিদিকেই;
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মদ্যে;
তরুণ বলেই দেয় সে ছায়া গহন ছায়া দেয় গো সেই।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী!
সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—
দেখতে আমি পাই তোমাকে
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সবজে তোমার দোবজাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সারেগামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,
শরতে সে ষড়জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।

রামধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী;
মরুভূমির সবজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্‌গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা!

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বসরাই গুল।

ঝিল্ মিল্ ঝিক্ মিক্
ঝিক্ মিক্ ঝিল্ মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।
তার তন্ তার মন
ফাল্গুন-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

চোখ তার চঞ্চল ;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুম্-ঘুম সুখ-সুখ!
এই চোখ জল্ জল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্।

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর!

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুন্ রুন্,
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ মিশ্।

সেই মোর বুল্‌বুল্‌—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্‌
পাখনায় নির্ভর।

পাখ্‌নায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।

তুল্‌ তুল্‌ টুক্‌ টুক্‌
টুক্‌ টুক্‌ তুল্‌ তুল্‌
তার তুল্‌ কার মুখ?
তার তুল্‌ কোন ফুল?
বিল্‌কুল্‌ তুল্‌ তুল্‌
টুক্‌ টুক্‌ বিল্‌কুল্‌
এল্‌-বসরাই গুল্‌!
দেল্‌-রোশনাই ফুল!

দোসর

পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল যাত্রী!
কোথায় যাবে, কোথায় যাবে? সাম্‌নে মেঘের রাত্রি!
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট্‌ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি;
লাগ্‌বে উছট; ছাটের জলে ঝাপসা হবে দৃষ্টি।

* * *

"পিছন হ'তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে?
দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে।

পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে
পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপ্‌টাতে।"

* * *

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী!
পায়ের পাশে খাদের আঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী;
সামনে বাঁকা শালের শাখা; উদ্‌ঘাতিনী পন্থা,
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু! কই তোমাদের কন্থা?

* * *

"খাদের ধারে আল্‌গা মাটি আমরা চলি রঙ্গে,
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে।
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মন পরখের কষ্টি,
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি।
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা,
হোক্ না বাতাস তুষার-স্পর্শ,—উদ্‌ঘাতিনী পন্থা।
সঙ্কটেরে করব সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা?
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দের বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।"

* * *

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী।
আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী;
ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যার স্ফূর্তি,
ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ যাহার মূর্তি।
আলোক-পথের পথিক ওগো আশিস-পথের যাত্রী,
শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি।
শুভ হউক পন্থা ওগো! ধ্রুব হউক লক্ষ্য,
বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ।

তাতারসির গান

[বাউলের সুর]

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মাটির খুরি, পাথর-বাটি
কি নারকেলের আধ্-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আন্‌রে ধর্ পেতে!
রসের ভিয়ান্ আজকে সুরু নতুন বা'নেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাটকা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে;
শুক্‌নো পাতার জ্বাল জ্বলেছে,
কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।
জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা ভাপরা লাগে গায়,
কেউ কি তবু সরবে?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়।
নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,
লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে উপ্‌চে ফেটে যায়,
রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়।

মিঠার মিঠা! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি;
প্রথম শীতের রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-বৃষ্টি!
লোভের জিনিস! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!

রসের ভিয়ান্ বার ক'রে ভাই শুরু করেছে কে?
—শুরু করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে;

গুড়ের জনম-ঠাঁই এ ব'লে
জগৎ এরে গৌড় বলে,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
ধন্য হ'ল মিশর,—ওরে!
সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই!
মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।
বছর বছর নতুন বা'নে
নতুন তাতারসির গানে
আমরা গৌড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,
ক্ষেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হ'ল তাই থেকে।
মৌমাছিরা ভুল ক'রে ভাই
গন্ধে মেতে ছুটল সবাই;
উঠল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণ্ডা-মিঠাই রুচল না আজ রসের রূপ দেখে।

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির!
চির-নিরমল তব মুরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির!
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম!
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম!

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনোখানে কিছু গ্লানি নাই;
ওগো ধবলিয়া মেঘ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই!

যমুনা প্রেমের ধারা জানি দুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজরী-কাক্ষিতে উন্মাদ—

গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
পিরীতির মহুয়া অগাধ ;
শাজাহাঁ তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ !

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান,
মৃত প্রিয় স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ !
পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—
ফল ভখি' পরি' দীন সাজ !
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস—
উদিল ইদের চাঁদ—তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল্ ;
হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল ;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়
বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল,
কামনা-আকৃতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখিজল।

রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ-
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
দুনিয়ার মাণিক হরফ;
বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার!
কায়া ধরি' জাগে তব তপ!

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,-
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায়;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায়;
নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ;
সম্রাট! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ!
চামেলি মালতি যূথীময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মমতাজ!

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার,
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।

ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বুঁদি, গুল্‌নর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমংন্বিষ্‌ মণি দুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ!

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক
সঁপেছ তা সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিখ
তাই তো সে চির সুন্দর;
তাই শিস্‌ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গুম্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধূ ও জায়া, মাতা তনয়ের,
তবু সে যে উর্ব্বশীপ্রায়

চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
চির-প্রেম লুটে তার পায়;
চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ,
জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ;
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
প্রিয়স্মৃতি করিছে বিরাজ।

উজল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
প'ড়েছে গো খ'সে দুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি'—নিধি সৌন্দর্য্যের—
প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কত দিনমান,
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেই ক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায়;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।

*　　*　　*

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
　　হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিত হাস
　　শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ;
মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
　　যমুনা সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
　　শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্‌
　　রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয়;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
　　জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
　　মোতির কবর-পোষ আর,
তনু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
　　বাগিচায় নাহিক বাহার;
তবু এ অভ্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
　　রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখমল-ঝল্‌মল্‌ পড়ে না কানাৎ
　　শাজাদীরা আসে না কেহই,
করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ খয়রাৎ
　　খিরনির তরুগুলি বই;
বাদশা ঘুমান্‌ হেথা বেগমের সাথ;—
　　অবাক্! চাহিয়া শুধু রই!

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল
　　মণিময় ময়ূর আসন,

কবরে জেগেছে তার চামেলি মুকুল
  মরণের না মানি শাসন ;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল্
  জুড়িয়াছে পুলক ভাষণ।

জিত মরণের বুকে গড়িয়া নিশান,
  জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
  ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
  শিরোমণি মরণ-ফণীর।

কবর-ই-নুরজাহান্

"বর্ মাজারেমা গরীবাঁ নঃ চেরাগে নঃ গুলে
নঃ পরে পরয়ানা সুজদ্ নঃ সুতায়ে বুলবুলে।"

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখবো তোমায় সুন্দরী !
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার ;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ ;
রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

*　　　*　　　*

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ দেবতায় মান্‌ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে ;
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ?　হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।—
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,
"সোনার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

*　　　*　　　*

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা !
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আসছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টিঁকল না দু'দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী !　তুমি মেহের-উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা !
পথের প্রসূন !　তোমার রূপে দুর্নিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

*　　　*　　　*

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল্ !
মলিন করে রূপরাণীদের ফুটল তোমার রূপের ফুল।

রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোঁড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা!
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোমটা তোমার, সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী!
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

* * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুলল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায়!
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান;
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ!
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগছে নারী, তোমার জয়!—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

* * *

পাল্কী এল "আগ্রা চল"—শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদ্‌শা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
চৌদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন-গুজার,
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

* * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখ্‌ল তোমার মলিন বেশ ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল সে তুপ-ভায়ের শোক।
বাদশা সুধান্ "এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্—তোমার খুশীর মতন সাজ।"
বাদশা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের! সুন্দরী!
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দখল।"

* * *

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হার
বাদশা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার।
বাদশার উপর বাদশা হ'লে, বাদশা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধা কবি আসফ জা।

দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে!
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল,
দরবারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল।
বাদশাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা।
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা!
বাদশা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চল্‌লে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কি রঙ্গে;
শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গুণ;
দুষমনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো;
হঠাৎ বেঁকে বসল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরান-নন্দিনী;
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ,
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত;
ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হ'ল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

* * * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
সুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,

জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী!
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভার
ঝলমলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আলপনায়!
গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি!
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সূতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায়!
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
সোহাগী! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ।

* * *

শিয়রে কি লিখন লেখা! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক;—
হে সুলতানা! লিখেছ এ কী আফসোসে সুন্দরী!
লিখছ তুমি "গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না, ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান্!
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ!
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুববে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল যুগের তিলোত্তমা! চিরযুগের সুন্দরী!

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
 সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
 একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
 সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
 বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
 জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
 ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
 ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,
 কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
 আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
 নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়!
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
 আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
 উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি';
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
 যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
 রচিয়া মনের পান্থশালা;

কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে!
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয় শকতি মোদের আজি।
আজি নির্ম্মোক-মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে!
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি!
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরি নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্তরে,

জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এলো ওগো! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহ রে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।
বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত্য,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।
নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।

এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয়;
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলি;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,—
"যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',
ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রুইদাস মুচি, স্বদীন কসাই,
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।
নবম্যাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আর যুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়ীরে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তা হ'লে সবাই অপাঙ্‌ক্তেয়।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদি জননীর পুত্র সবে,

মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটুনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি, সমান ভালো ;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য যোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।

সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠায় কুণ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতে রে হৃদয় পরাণ মাতে,
গোত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক্
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে শাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পাঙ্কির যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হ'য়েছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে হায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই সে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়।

জর্দ্দাপরী

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলায় তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।"

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালী রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
"আবার কার?—
এই আমার!—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার।"

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে তুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়
দরদ্‌ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ গরদ-গুটির দরদ-দায়।"

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া, তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে!
"চোখ ঢুলে?—
মন ভুলে?—
কুবের-পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।"

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্‌
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্‌ তায় নিরাশ!
"বাস্‌ রে বাস!
সোনার চাষ—
অমনি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস?"

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পায়।
"ফিরাই পায়?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায়।"

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চল্‌ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়!"

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ নিশ্বাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুন্‌তে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমালয়ের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

* * * *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত নন্দনে;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদীর-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।

শিবানী তুই, তুই করালী, আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বলছে চিতা, তুলছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাঘিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা, অন্তরে তোর রাজধানী!

* * * *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিসূতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুন্তলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবি, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল্ তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুটবে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয়;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুষের ভিতর পীযূষ তোমার জমছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরি শতেক ডোর;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
তিস্তা তোমার ঝাঁপটা সিঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভাজ্জিল এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুজয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিত্‌লে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিণী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

* * * *

গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঙ্গনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারী
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র,
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার যে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয়;

রাম যা' স্বয়ং পারেন নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্রদণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো;
রাঢ়ের 'ময়ূরাক্ষী' তুমি, বঙ্গে 'কপোতাক্ষী' তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্ দুই।

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিত্রগুণে বেনে নামের অগৌরব;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠীর নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা!

* * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্যসেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে;
যেথাই আশা আশার ভাষা জাগ্‌ছে আবার সেইখানে—
মরুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।
জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে,
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।

অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা!
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জালিয়ে আঁখির স্থির শিখা!

* * *

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখছি গো তার হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস্ ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস্,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন্-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিণী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।
কীর্তিনাশা স্ফূর্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ।

* * * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর? নেইক সাক্ষী গৌরবের?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধ জনে দেখবে কি?
উষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।

আছ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর আম্র-মধুর প্রাণের রস ;
গরুড়ধ্বজে উষার নিশ্বাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা স্বচ্ছন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার স্বপ্নার জাগছে উষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী ! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ !

লাল পরী

লাল পরী গো ! লাল পরী !
ইন্দ্র-সভার সুন্দরী !
কখন্ আসিস্ কখন্ যাস্ !
কার গালে যে গাল বোলাস্ !
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি !
কার হাতে পায় তুল্‌তুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো
জান্‌বে তা কোন্ মন্দ গো।
তোর চুমাতে হয় যে লাল
খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়ালা তুই তার ঘুমের
তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয় ;
লাল পরী গো ! লাল পরী !
স্বপ্ন-পুরীর অপ্সরী !

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি!
লুকিয়ে যেতে আস্‌তে হয়!
দেবতা হ'য়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালোবাস্‌তে হয়!
সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
নয় সে মোটে তোর মতন,
তাই তো মানা আজ ঢোকা
ইন্দ্রপুরে তার এখন;
সবুজ পরী এক ঝোঁকে
মানুষ রাজার পুত্রকে
বাসল ভালো কায়মনে
মিল্‌তে এল তার সনে;
এই অপরাধ—এই তো পাপ,
অমনি হ'ল দৈব শাপ,—
থাকতে হবে মর্ত্ত্যে গো
মৃত্যু-কীটের গর্ত্তে গো
সবুজ পরী টল্‌ল না
শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,
ভালোবেসেই ধন্য সে
চায় না কিছু অন্য সে;
যেখানে তার চিত্ত রে,
থাকবে সেথাই নিত্য সে;
চায় না যেতে স্বর্গে আর
মানুষ যে প্রেম-পাত্র তার।
করবে তারি দাস্য গো—
যে তার আজ উপাস্য গো!
তাই মরতের পথখানি
সবুজ ক'রে রইল সে,
মর্ত্ত্যে হ'ল চাকরাণী,
প্রেমে সবই সইল রে।

তুমি তা নও লাল পরী!
লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
খুকীর গালে গাল বুলাও!
আবীর বিনা অশোক ফুল
তোমার বরে হয় অতুল,
খোকা খুকীর হাত পা ঠোঁট
হয় সে শিউলী ফুলের বোঁট;
নাই অজানা কিচ্ছু মোর
চুমু গোলাপ-পাপ্‌ড়ি তোর
সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
উষার আলোয় কুলকুচো;
লুকিয়ে ফের সুন্দরী
না দেখতে কেউ যাও সরি।
লাল পরী গো! লাল পরী!
কিশোর-লোকের অপ্সরী!
কিশোর কিশলয় পরে
তোমার পরশ সঞ্চরে,
তোমার চুমায় লাল গুলাল
লাল দুলালী লাল দুলাল,
ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
সিঁদুর কৌটা আল্‌তা-পাত।
ফিরছ তরুণ ফুর্ত্তিতে
ডালিম-ফুলি কুর্ত্তিতে!
নববধূর আয়নাতে
কচি ছেলের বায়নাতে
পড়ছ ধরা পড়ছ গো
রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
লাল পরী গো! লাল পরী!

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দ‌ুরে রিম্ ঝিম্।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউ বা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুমরো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে মুলো;

ব্যাঙ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্য ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাকলো মেঘের খুঞে-পোষে
তাল-পাটালির থাল!
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে,
তাল-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী ক'রে
দিয়ো তাদের কাল।

খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে!
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বল্‌ব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে!

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ঝুরো কদম ফুল।

ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,
নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুলছে দোদুল্‌ দুল্‌;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন কুলাবে;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।
(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর তুলাবে।
কূজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে!
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে।
এস তুমি যূথীর বনে দুকূল বুলাবে;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম্‌-মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্‌ গুলাবে!
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্‌ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে?

আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

নীল পরী

কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্‌রানের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ-বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিছনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

ভুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি চল্‌ বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী !

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীলবরণ
ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী !

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমিষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আসছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে!

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখার রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে!
মেশামেশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসেত থাকে!

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি !
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

সিন্ধু তুমি মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ,—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী' ।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্ত্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্ম সখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো ।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

দিগ্‌গজেরা তোমার পরে নীলাব্জেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে হারা ;
সাগর !   ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ে;
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা; জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শঙ্খে ভয় ধরিত্রীও,
পদ্মা—পদ্ম-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়।
আকাশ-গঙ্গা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু-তাণ্ডব

[পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে]

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজাও সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু! কোন্ সুদূর আশায়?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ?—
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ সমান আঁধার বরণ!

গলায় তোমার নাগের নিবীত,
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন,
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাঁখায়,
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত ?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্‌ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক কেবল 'ববম' 'ববম'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

অতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ।
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমি'র পাজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির বিধান হে রত্নাকর!

ভুবন-জ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল।
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়।

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই।

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার !—
পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?
জগৎ-জয়ের মূরৎ সাগর !
মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ।

আভ্যুদয়িক

[রবীন্দ্রনাথের "নোবেল্-প্রাইজ" পাওয়াতে]

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরি !
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

* * * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,

জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ বাণী অরোরায়।

* * * *

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে :
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে !"
সপ্তঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে !

* * * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া।
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

* * * *

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি, সুধার লাগি তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

* * * *

বাংলা দেশের মুখপানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি।
'বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি' বল্‌ছে হোরা, শোন্ গো তোরা
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;

বিশ্বে তুমি বন্ধে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারায় পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয়।"

*　　*　　*　　*

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

*　　*　　*　　*

ধন্য কবি! কাব্য-লোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি!
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো। বাজাও বীণা হাজার-তারা!

মনীষী-মঙ্গল

[বিজ্ঞানাচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত]

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরি কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

দাস্য-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতা-নীড়-সম্ভূত,
দেবতা সম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত!

মরমী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কিগো তব ইন্দ্রজাল
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছেঁয়ালে এ কি হেমকাঠি।

হিম যা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরই অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণ ধী
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে।
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বপ্রের কি শূদ্রের
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে !
পরাণ ভরিছে ত্রাসে ।

(২)

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি ।

(৩)

দিনে দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি',
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি' ?
হায় গো কাহারে পুছি

(৪)

একা একা আছি
রুধিয়া জানালা দ্বার—
কাজের মানুষ
সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর ?

(৫)

স্মরি একা একা
পুরাণো দিনের কথা

কত হায় হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক ভরা ব্যাকুলতা।

(৬)

দিনেক দু'দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া!
অভ্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ভাঁটা-সার শিখী-চূড়া।

(৭)

স্মৃতি যাদুঘরে
যতগুলি ছিল যার
উঘারি উঘারি
দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর।

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ।

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

(১০)

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী রজনী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

(১১)

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার ?—
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার ?
ঘুচাতে অন্ধকার !

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার ?
এত দিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মার !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

(১৪)

দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জলে !
অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি!
জনম ধন্য গণি।

(১৬)

বাহিরে তিমির
ঘনাক এখন তবে
আজ হ'তে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে।

(১৭)

বাহিরে যা' খুসী
হোক্ গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর।

(১৮)

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাক।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখ না বাকী,
উদ্বেল চিতে ডাকি।

(২০)

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয় ।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও যে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী ।

(২৩)

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয় ! জয় ! তব জয় !

(২৪)

প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে ।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু
জয়! জয়! জয় প্রভু!

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিত্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী। অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা!
সূর্য্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্নিমেষ ও তব নয়ন;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ!
মহীয়ান্ মহর্লোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেশ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা!

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকুলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ!—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ।
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা! রক্ত-রশ্মি রুষ্ট তারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে।
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

দেবাসুর দ্বন্দ্বে দেবী! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে।
সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল;
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী!

অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈব অসন্তোষ।

রুদ্রের দুহিতা দেবী! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান,
হে জয়ন্তী! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা!
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ', 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা!
হে অপরাজিতা।

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;
এস গো সত্যের উষা! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ!

বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে মুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ ;
পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছিন্নমতি ;
মহাসরস্বতী !

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধূমি' ।
এস ভবা-অনুকূলা ! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জ্জিল যে হিমালয় পারে ।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তসুখ ! আত্মার আরাম !
কর পূর্ণকাম ।
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী !
বিশ্ব-বিশ্ববতী !

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'
লোপ !
উড়ি' উড়ি' আরস্লা দেয় ভুড়ি লাফ্ !
সাফ্ !
পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
ভুড়ে !
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা !
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্
খোদ্ !
বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্ফিল্
কিল্ !
তন্দ্রাবশে তক্তপোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ !

যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ
ভূত!
নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা
তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়
শুঁড়!
স্বপ্নে দেখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব
জেব!
পূজা হন্ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে
বেড়ে!

*　　　*　　　*

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর,
বাদুড়!
ছেঁচা-বোঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায়,
কি চায়?
সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মামদোর গোর
চোর!
আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অস্ত্রে
দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক!
স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্মিড়্
বিড় বিড় বিড়্!

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা!
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে

উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি' পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি'
খাব বলি' ; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী !
কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে ? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত !
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বী করি'
আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল ; জগঝম্প বাজিল দেউলে।
সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
বোম্বায়ের আঁঠি ফেলি বিম্বৌষ্ঠী দৌড়িলা !
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল প্রাক্তারি যত জজ ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈ-এ !
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি' বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ ন্যুব্জো চাষা-ছেলে সাজি'
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে। গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব। হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু !
কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ-
মন। হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন

ঈর্ষাবশে।   হিংসাভরে রম্ভা হৈল বাঁচে।
কলঘোর কুম্ভকর্ণ জাগিল ; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ক্ষুব্ধ মন
সম্বরা-সৌরভে !   কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালী শম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে
দিগম্বর ববম্ম্ বাজাইলা গাল !
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু-
সূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গৌরবে !
গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজ মনে
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে ॥

রাজা ভড়ং

[সুর—"I am a marvellous Eastern king"]

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হম্ !
রাজা ভড়ং !
গদি পাওয়াবধি খুব কড়া,
নিচ্ছি নিজ হাতে—গড়গড়া—হম্ !
রাজা ভড়ং !
মম কুল বুঝি সূর্য্যকুল—
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল—ভ্রম্ !
রাজা ভড়ং !
ঘোমটা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপটিয়া ঝম্ ঝমর—ঝম্ !
রাজা ভড়ং !

বিষম-সমর-জবর-জং
ইঁদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্!
রাজা ভড়ং!

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি ঢেড়সের তরকারির—যম!
রাজা ভড়ং!

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পট্কা চম্—চম্!
রাজা ভড়ং!

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাষ্ট খাতির,—
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং!
রাজা ভড়ং!

জঙ্গলে থাকি জংলী নই,
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্!
রাজা ভড়ং!

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্!
রাজা ভড়ং!

বিশ্বে "কুড়ো বা লিজ্যো" গো,
হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম?
রাজা ভড়ং!

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু,—
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্!
রাজা ভড়ং!

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,
বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হম্!
রাজা ভড়ং!

মির্জা ছাড়ুতে কচরকুট,
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং!
রাজা ভড়ং!

ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং,
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্—নম্!
রাজা ভড়ং!
আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,
ভাড়াটে ভড়ঙ্ ও ভাঙেতে ভম্,
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশকৃই পোশাকী—রাজা ভড়ং!

সর্ব্বশী

[নিরামিষ নিমন্ত্রণে নাতিদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস]

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামন্যা-চারিণী সর্ব্বশী!
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয়, জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি'
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লম্ফশূন্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে
তুষ্ট অষ্টমীতে।
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা!

বাওয়া ডিম্ব-সম আহা! আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উদিলে সর্ব্বশী!
বঙ্গের সুবর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
ক্ষুরে ক্ষুরে ক্ষুধা-খণ্ড তৃসা-পিণ্ড ল'য়ে শৃঙ্গ 'পরে!
খুল্লনা লহনা দোঁহে বাগ্বিতণ্ডা বন্ধ করি স্বতঃ
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত বুভুক্ষা নিয়ত
করিয়া জাগ্রত।
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা।

ওই দেখ, হায়া হ'য়ে ভোমা ধনে র'াধে না রজনী,
হে নিঠুরা—বধিরা সর্ব্বশী !
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর ?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ি হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে !
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শশী
পাকস্থলী-বাসিনী সর্ব্বশী !
তাই আজি নিরামিষ-নিমন্ত্রণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার মহাবিরহের তপ্ত শ্বাস মিশে বহে আসে,—
পূর্ণ যবে পংক্তিচয় দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
ব্যা-ব্যা ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী
হায় সর্ব্বনাশী !
তবু স্মৃতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি'
সুমাংসী সর্ব্বশী।

সিগার-সঙ্গীত

"দাঁতে চাপিয়া চুরুট চোঙা—
আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া !"

১

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার !
ভাবি শুধু কেন তুমি হলে না bigger ?
তা' হলে একটিবার জ্বালি দেশলাই
বেলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।

তোমার ও নীল ধেঁায়া রচিত আকাশ,
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
লীলায়িত নীলে নীলে হতাম নিলীন,
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন।

২

হে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈপ্সিত! সুন্দর!
ক্লিয়োপেট্রা-প্রেতিনীর ছায়া-কলেবর
নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
ধোঁয়ায় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মদির তুমি; ওগো অপরূপ!
ও eager চুমা পেলে হব আমি চুপ;—
মুখ হয়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁঝি—বিশ্ব থম্‌থম্‌।

৩

হে সিগার! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া looping the loop!
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া।
গুপো-সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট-আত্মীয়;
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাভানার মেয়ে!

৪

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম-শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা!—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণ-রেখা অতীব সহজে!
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই!

সিগার! ফিনিক্স-পাখী! মরিয়া অমর
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে থরথর।

৫

হে সিগার! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তন্দ্রার আরতি;
তোমারি ধোঁয়ায় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর-পারে আজ্ রয়েছে নোবেল্!
ও বেল পাকিলে, বলো, কিবা আসে যায়?
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায়।

৬

হে সিগার! ফুস্ফুসের হে Grave-digger
তোমারে আরাধ্য ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেশী!
সংহত আপনা-মাঝে বাল্যখিল্য-বেশী!
দিগ্বসনা দিগঙ্গনাগণের নগ্নতা
হরিছ হরির মত। এ কি কম কথা?—
ধোঁয়ায় দ্রৌপদীশাড়ী বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া!

৭

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগম্বর!
কল্কে বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর;
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হুঁকা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি, নিজে আল্‌বোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোঁয়ান,
কল্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান্!

৮

হে সিগার! সেবি হে তোমারে দিনযামি,
তোমার বিরহে কভু বাঁচিব না আমি।
চেয়ে চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদ্গার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার!
Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোঁয়ায়।
যতদিন যমে ফাঁক না-করে দু'ঠোঁট,
ঠোঁটে ও চুরোটে মোর রবে এক-জোট।

৯

হে সিগার! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরামকেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধূম
বাসুকির মত ফণা বিস্তারিছে তব;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমার প্রসাদে হৈনু, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা! হেন লয় মনে!
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি ভুঁড়ি ফুঁড়ি ওঠে পদ্মযোনি।

১০

হে সিগার! প্রেমাগার! হে সখা সিগার!
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি **meagre**
তব গুণ তুলনায়; হে অনন্তরূপ!
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ্‌
এ দাস তোমার প্রভো! ভোঁতা হয় নিব—
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌!
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি,
স্বরগের স্বপনের ধোঁয়া-ধাপ সিঁড়ি!

কেরানী-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত

[সুর—"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে"]

ধাও ধাও, চাকুরি-ক্ষেত্রে

থাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা-তা,

রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্ম্মে

শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।

কে বলো কাঁদিবে মানেরি কান্না

যখন মুরুব্বি চাকী বই চান্ না!

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,

শোনো চঙ্-চঙাচঙ্ ঘড়ি বাজে কানে।

চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,

জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

সাজে কখনো কি হীন দোকানে

পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা?

পল্লীগ্রামে—বাবা!—পদ্মার পারে

হয়ে যেন চাষা-ভুষো মাঝি-মাল্লা!

ডেস্ক-নিবদ্ধ রবে দরখাস্ত!—

যখন বেরুলেই কিছু কিছু আস্‌ত!

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,

শোনো চঙ্-চঙাচঙ—ইত্যাদি।...

আফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,

মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি;

ডরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,

বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।

টিকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,

ছুরি, ফিতা, পেন্সিল ও পেন্সন্-লুব্ধ;

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,

শোনো চঙ্-চঙাচঙ্—ইত্যাদি।...

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
চেপে দাও বাহিরের যত দরখাস্ত,
পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত!
সে দরখাস্তে করি' জুতা সাফ্‌,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ!
সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ্‌ ঘড়ি বাজে কানে।
চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

রেজ্‌কী

অজ্ঞ যদি বাগ্মী সাজে মৌন হ'য়ে বসি।
শিখণ্ডী ধরিলে ধনু অস্ত্র না পরশি॥

*

হাম্বারবে ষণ্ড কয় লাঙ্গুল তুলিয়া।
শুদ্ধ করো গঙ্গাজল গোবর গুলিয়া॥

*

ষাঁড়ে তব পূজা-ভাগ খায়, বিশ্বেশ্বর!
সেই ষাঁড় কী প্রসবে?—ষাঁড়ের গোবর॥

*

ছুঁচো কয়, "শোনো মোর কুলজীর পাঁতি,
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি।
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ জনায়,
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায়॥"

*

হুড়মুড়ি ঐরাবত শ্রী ঐতিহাসিক
কবিতা-কমল-বন ভাঙিছে, হা ধিক !
কাণ্ড দেখি' হেটমুণ্ডে ভাবি দিবারাতি
কমলে কামিনী কবে গিলিবেন হাতী ॥

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট্ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইঁহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায় ?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পর্‌বে ফুলের বেশ ?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ার নিগ্রহে জর্জ্জর,
অঙ্গুলিকা ! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর !
পার্‌ব না আর কর্‌তে শিঙার রাখ্‌তে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ !
ফণীর মত রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার !
কেয়ুর-কাঁকন শিথ্‌লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্‌লে দে এই মোতির সিঁথি শচীর আঁখিজল !
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ !
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।

মরণ-পটু মারছে বটু—মারছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটার গড়া মারছে কড়া দুধের ছেলের গায়,
ছাখ্ রে রাঙা দাগ্ ড়াতে ছাখ্ আমার দেহ ছায়।
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার,
আর চোখে নিদ্ আসবে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার ?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন ;
পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেলছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে।
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়,—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !
চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি···নৃসিংহ বিশ্বে !

*   *   *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !···হাহা রে আফ্‌সোস,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,...জাগায় বিধির রোষ !
কি দোষ বাছার বুঝতে নারি, অবাক চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়.
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ।
বুঝতে নারি কী দোষ বাছার,···ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ,···

এই কি কসুর অপাপ শিশুর ? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।...
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক্-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন !
প্রশ্ন হ'ল—"কি শিখেছ ?" রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে ছাখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেবতা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য !
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই !
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এমনি ব্যবহার !
দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায়, বাড়ে উঁহার রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনের নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান করব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"

বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি, নিত্য তিনি, তাঁর তুলনা নেই।
পিতা গুরু,…মান্য করি…শ্রদ্ধা দিই ভূপে,…
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা…আপন বিশিষ্টতা…কর্‌ব না ক্ষুন্ন,…
স্মরণে যার মরণ মরে,…কীর্ত্তনে পুণ্য,…
সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাকো, ছাড়্‌ব না নিশ্চয় ;
অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধলে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
চ'লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ্ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে,…
বিমুখ হ'য়ে…আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যেই লাগ্‌ল আঘাত, হায় রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।
চ'লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্‌ছে কবন্ধ !
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্কে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির !

দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-'পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুরুগুরু
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম, বুঝি, তার আজি রোখ-শোধ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর,
ওই শোনা যায়, জন্তলিকা! নৃসিংহ-হুঙ্কার!
রেখে দে তার শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে!
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁক্‌ড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ!
প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব!
কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ্ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

একটি চামেলির প্রতি

চামেলি তুই বল্,—
অধরে কোন্ রূপসীর
রূপের পরিমল!
কোন্ রজনীর কালো কেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে
কখন খ'সে পড়লি এসে
ধূলির ধরাতল!

কোন্ সে পরীর গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমদার সুধার ভারে
টুপ্‌টুপে তোর দল!

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ্‌লি রে কোন্ পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল্ কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল!

সুন্দরী কোন্ বাদশাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মদির
বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর
তুই রে আঁখিজল!

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী
পাল্‌লে তোরে কোন্ মালিনী
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জান্‌তে কুতূহল!

সবুজে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি,
রাখ্‌তে নারে তোমায় ছাপি';

বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাবি
আল্‌গা মনের কল।

সৌরভে তোর স্বপন-বুলে,
বুল্‌বুলে ত্যায় কণ্ঠ খুলে
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বকছে অনর্গল।

তোর নিশাসের মৃদস্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
ফুটায় মনে কি মন্তরে
খুসীর শতদল!
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল!
চামেলি তুই বল্!

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম! অনির্ব্বচনীয়।
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ!
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান!
সন্দেহী সে ভাব্‌ছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্ম্মচোখের আর্শি হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠ্‌ছে মুহুঃ কেঁপে,
হাস্‌ছে যেন ভৈরবী-ভৈরবে;
ভয়ের মেঘে ঝাপ্‌সা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু! হরো 'মাভৈঃ' রবে।

প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপ তাদের কর নত ;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত।

*   *   *

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা ! তিন ভুবনের রাজা !
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে ;
মৃত্যু যাদের কর্‌বে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে !
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্দ্ধাভরে পূজার করে দাবী।
জীয়ন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি !
যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আসুরিয়া,
খাল্‌দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরান ? কই মাসিডন, রয় কি না রয় জীয়া
রথ-পাখীদের জরদ্‌গবের সাজ !
কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?
মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
সিংহলে কার জয়ের অহংকার ?
প'ড়ে আছে অচিন্ দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
ঝাঁজ্‌রা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্ত্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
ফিলিপিনায় পিন পুঁতে ঠিক যেন।
কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর জোড়া
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?
হারিয়ে গতি ধাবন্-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে।

*   *   *

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
ওগো প্রভু! ওগো জগৎ-স্বামী!—
প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি'।
সকল প্রাণে আগুক রাজা; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা;
জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাণ্ডব,
ঘুচাও হে দেব! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা
চিরতরে হোক সে অসম্ভব।
দেশ-বিদেশে শুন্‌ছি কেবল রোজ রাজাসন পড়ছে খালি হ'য়ে,
সে-সব আসন দখল কর তুমি,
মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে,
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্ত্যভূমি।
তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা! দাঁড়াক্ জগৎ-প্রজা
ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা! তাদের সাজা আসছে নেমে সোজা
গাম্ভেরি ভীষণ বজ্রনাদে।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বল্‌ছে মহামণি
কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্‌ছে মুকুল গণি'—
কমল-বনে আসছে নবীন দিবা।

বড়-দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্‌ছে অখৃষ্টান্,
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!
সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল! ওগো দীনের দীন!
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্‌লে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।

চমকে যেন উঠল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
শাস্ত্রপাঠী উঠল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;
টিট্‌কারী ছায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্‌লে দলিল পাকা।
মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুট্‌ল আলো, উঠল যে জয়গান,
আপনি ম'রে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাঁধ্‌লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে।
মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জয়াজয়ে অটল লাভালাভে।

* * *

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান ;
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এশিয়ার, আছে নাড়ীর টান ;
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্ হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবরদস্তি ফেল্‌ছে চযে জগৎটা শিং নেড়ে।
নৃশংসতার হূন অতিহূন টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পরস্পরে,
শয়তানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে।
গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিঁধ্‌ছে পেরেক ঠুকে :

* * *

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্ব ধারা
রোমের হুকুম মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুল্‌ছে মানুষ ভুল্‌ছে কালের বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাব্‌ছে হ'ল অটল বা রাজধানী।

চর্‌কায় সম্পদ্, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চর্‌কায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ !
বাংলার মস্‌লিন্ বোগ্‌দাদ্ রোম চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন !
চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর সম্পদ—আপনায় নির্ভর !
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * *

চর্‌কাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র !
চর্‌কাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র !
চর্‌কাই সম্মান ! চর্‌কাই সম্মান !
চর্‌কায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ !
চর্‌কার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপনায় নির্ভর !
পরত্রাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * *

কুরসুৎ সার্থক কর্‌বার ভেল্‌কি !
উস্‌খুস হাত ! বিশ্‌কর্মার খেল্ কি !
তন্দ্রার হন্দোয় এক্‌পার দোক্‌লা !
চর্‌কাই এক্‌জাই পয়সার টোক্‌লা !
চর্‌কার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর হিক্‌মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর !
লাখ লাখ চিত্তে জাগ্‌ল সাড়া—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * *

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সম্বল,
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও জয়!
চর্‌কায় দৌলৎ! চর্‌কায় ইজ্জৎ!
চর্‌কায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চর্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * *

চন্দ্রের চর্‌কায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি!
সূর্য্যের কাট্‌নায় কাঞ্চন বৃষ্টি!
ইন্দ্রের চর্‌কায় মেঘ জল থান-থান!
হিন্দের চর্‌কায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গুজরাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

সেবা-সাম

আলগ্‌ হ'য়ে আল্‌গোছে কে আছিস্‌ জগতে—
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়্‌ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ,
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয়;

সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদবে নাকি মন ?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

*　　　*　　　*

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্ত্তে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ,
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্ব্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবা-সাম।

*　　　*　　　*

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,—
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ।

*　　　*　　　*

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁস্‌বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে, ভুলতে আপন পর,—
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা করব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধব মাতৃঋণ।

*　　　*　　　*

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে ?—মুখটি মলিন গো !
চকমকি কার হাতে আছে ?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—

জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জেলে নিক্,
এক প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক্ আলো দশদিক্।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরুভূমির মরম গলাবে।

*　　*　　*

সত্যসাধক! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞ মনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি'।
শিল্পী! কবি! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা।
কর্ম্মী! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া,
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হতে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে!
জীবনে হোক্ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত প্রসাধন।

*　　*　　*

বিশ্বদেবের বিরাট্ দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ।
এক বিনা দুই জানে নাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি,
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—

কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান।
বেঁচে ম'রে থাক্‌ব না আর আলগ্—আল্‌গোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখ্‌ব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধর্‌ব বুকে, রাখ্‌ব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুষ্ক মহত্ত্ব।
মোদের তপে কোঁকড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্ফূর্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয়রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

দূরের পাল্লা

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন্-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি

ঝক্‌ঝক্ কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে ?

*　　*　　*

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ত্থাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোথ্‌রী !

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল্ বুঝি বোল্‌ছে !

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে স্পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

* * *

পান সুপারি! পান সুপারি!
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শির্নি মেনে
চল্ রে টেনে বইঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে,
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে' টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল, রাত্রি এল
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,

পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে।

*　　　*　　　*

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

　　　　চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
　　　　দ্বীপ সব সার সার,—
　　　　বৈঠার ঘায় সেই
　　　　দ্বীপ সব নড়ছে,
　　　　ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
　　　　জল-গায় চড়্‌ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিশ্,—
বক্‌শিশ্! বক্‌শিশ্!

　　　　খুব জোর ডুব-জল,
　　　　বয় স্রোত ঝির্‌ঝির্,
　　　　নেই ঢেউ কল্লোল,
　　　　নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্ত্তি,—
বক্‌শিশ্ টঙ্কা,
বক্‌শিশ্ ফুর্ত্তি।

　　　　ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
　　　　ঝাউ-গাছ দুলছে,
　　　　ঢোল-কল্‌মীর ফুল
　　　　তন্দ্রায় ঢুলছে।

লকলক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ্ চারদিক্
সন্ধ্যায় লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

* * *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।

তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে!

* * *

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে!

* * *

জ্বল্‌ছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া—
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি অফুরান্‌ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্‌-বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে ?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুলী ফুটেছে মাণিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মাণিক-মালা ;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হ'ল
কিংবা জোনাক হ'ল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্‌ দেশে রে ?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মিশে রে ?

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উঁছে।

* * *

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বলছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে',
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাইছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন-বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগ্‌ছে সাড়া,
কোল্‌-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুক্‌ তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে।

চলছে তরী, চলছে তরী—
আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখ্ছ আলো? ঐ তো কুটি,
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্কে ছুটি।

ঝপ্ ঝপ্ তিনখান্
দাঁড় জোর চল্ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বলছে।

গুর্গুর্ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্ মাল্লার।

গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি;
উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখ্তে দেখ্তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে!
উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে।
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে;
রোদন-ভরা বোধন-বেলা; বুক যে ব্যথায় চাপে।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভাস যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে।
বছর পরে আস্ছে উমা বাজ্ল না মোর শাঁখ,
উমা এল; হায় গিরিবর কই এল মৈনাক?

* * *

কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
কাটতে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার,
পাথ্ না মেলে মায়ের কোলে আসবে না সে আর ?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখলে অটুট একা,—
নির্ব্বাসনে কর্‌লে বরণ,—পাব না তার দেখা ?
সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর ?
আজকে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে !
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একঠাঁই।
কন্যা দিয়ে দেবতা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরজীব !
মর-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
গোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে ;
ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই।
উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে,
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে।

* * *

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ম্রিয়মাণ ;
বোধন-বেলায় শানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ।
কত দিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপ্‌সা চোখে স্বপ্ন সমান ভাসে।
মনে পড়ে মোর আঙিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সার দিয়ে খান 'সু-ক্তি' ভোজ তিন কোটি পর্ব্বত।

ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
'হেম-সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে!'
উঠ্‌ল রবে বজ্রললাট শৈল কুলাচল,
পড়ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি', তিন কোটি চঞ্চল!
বিদায় ক'রে গৌরী-হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে।
"বিধাতারে জানাও নালিশ." স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে "বৈকুণ্ঠে জানাও।" নাথ বলে "নয়, নয়,
কাঁদ্‌তে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখ্‌তে বজায় বল বাহুতেই আছে।
কর্‌ব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।"
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুতপায়,
যুদ্ধ স্থগিত হ'ল মুনির মন্ত্রণায়!

* * *

আজো যেন শুন্‌ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠছে জেগে,
বলছে তেজী "কিসের শাস্তি? চাইনে শাস্তি স্পষ্ট কহি
দেবতা হ'লে দস্যু কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী? সর্ব্বভূতের হিতৈষী সে।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—ন্যায় আচরণ বলব কিসে?
দেবতা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিংবা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে।
শ্রদ্ধেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা করব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত করব না পায়;
হেম-সুমেরুর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিমতে।"

* * *

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়্‌ল পাহাড় ক্রোধ—
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর!
অন্ধ ক'রে সূর্য্যা ওড়ে বিন্ধ্য বহুমান,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান,
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
নীল-গিরি নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়্‌ল একত্তর,
মাল্যবান্‌ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর;
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ্‌ ঋষি নিয়ে উড়্‌ল যুগপৎ!
সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল যুবরাজ
মৈনাক মোর; ফেল্‌তে মুছে শৈলকুলের লাজ।

* * *

আজো আমি দেখ্‌ছি যেন দেখ্‌ছি চোখের 'পর
দিকে দিকে দিক্‌পালেরা লড়্‌ছে ভয়ঙ্কর!
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নির্ম্মম।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর।
পবন লড়েন উড়িয়ে ধুলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নির্ঋতি নীল বিষ প্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক।
সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌-বারণে আসেন পুরন্দর।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মাতলি—
"প্রলয়-বাদী তোমরা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই।
বিধির সৃষ্টি কর্‌বে নষ্ট? এই কি মনের আশ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে? কর্‌বে সর্ব্বনাশ?
ইন্দ্রদেবের শাসন-প্রথার কর্‌বে অমান্য?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য?"

কণ্ঠভাবে কয় আকাশে মহেন্দ্র-পর্ব্বত,—
"চোরের উকিল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ!
লোভান্ধ ওই ইন্দ্র তোমায় হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক'রে করেন আস্ফালন।
বৃহৎ চোরের আস্ফালনে টল্‌ছে না পাহাড়,
ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনাস্‌ যায় জ্ব'লে যায় হাড়!
পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ কর্‌লে রোষো—এ যে বিষম রোগ!
যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবের আর বাকী কিসে?—বজ্র হানা যায়।
আর তবে বিলম্ব কেন? বজ্র হানো, বীর!
তাড়সে সাম্রাজ্য-পদের গর্ব্বে বাঁকা শির!
বিধান-কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ!
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
নেই মোটে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বল্‌ছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর!"

* * *

হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ,
পড়্‌ল মর্ত্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র-পর্ব্বত।
পড়্‌ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়্‌ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগণন,
গ্রহতারার মতন যারা ফির্‌ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্‌ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ্‌ল তাদের, আমার দু'নয়ন;
দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন—
হর্ষ-বিষাদ-মাখা ছবি—বীরত্ব পুত্রের—
উন্নত বজ্রাগ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখের।
ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
শ্যেনের বেগে ডুব্‌ল জলে আমার সে দুলাল!

বজ্র নাগাল পেলে না তার,—মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্চ্ছা-শেষে দেখ্‌নু কেবল বয় সাগরের সোঁতা।

* * *

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি 'পর ;
পাথ্‌না দুটো যায়নি কাটা এই যা সুখবর।
ন্যায়-ধরমের মর্য্যাদা মান রাখ্‌তে গেল যারা
হার মেনে হায় লাঞ্ছনা সয়, হেঁটমুখে রয় তারা!
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে।
কুক্ষণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিষের লতা,
ফল খেয়ে তার পাষপাখী লোটায় যথা তথা।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল—উঠ্‌ল ঝড়ো হাওয়া,—
দিন-মজুরের উড়্‌ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া।
কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,—
সাপ হয়ে সে জড়িয়ে দিল লোক্‌সানে কোন্ জনে
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী।

* * *

সবে আমার একটি মেয়ে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে।
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আমায় ক'য়ে ?
হাওয়ার মুখেও বার্ত্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে।
যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছ্‌ড়ে কাঁদে পাষাণ হিয়া, হয় না সে চুরমার।
ভাবনাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার শাদা,
ঊষার আগমনেও হৃদয় শৃঙ্গ যে রয় আধা।

প্রবোধ কারা দেয় আমারে আগমনীর গানে ?
যে এলো না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে।

*　　　*　　　*

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায় তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে।
রক্ষকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে ; তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে ;
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য,—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা !
হারিয়ে পূজা শক্র ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !
লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখ্‌ব বুঝি আরেক ছবি।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, তায় যে ব্যথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জল্‌তে হবে—জল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টল্‌তে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে॥

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু!
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা!

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্ণা!

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ফুরিয়ে মধু-ঝুলঝুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুল্‌বুলি ;—
টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি !

হের, ফুল্ ফুল্ ফুল্ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্ ঝরা,
ভোম্‌রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই !

তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে
তুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্‌রা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুল্‌বুলি।

কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা-বনের অল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এলো রোল তুলি' !

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি !

আজ ঝড়ে-খানা ডাঁটো কজ্‌লী সে,
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি !

ওগো, কে চলেছে চেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে

জামরুলি-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
ভাপে কাঁপে তনু ছুঁইফুলী !

মরি, তোমরা ছুটেছে তার পাকে,—
হাওয়া ক'রে ছুটো পাখনাকে
ফলের মধুর মরশুম মাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে।
বিজুলি-ছটা ! বহ্নিজটা সিংহ 'পরে পা রেখে !
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে !

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে !
দম্ভ-দূর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দূষিছে !
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা খড়্গ-ধরা
আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাভৈঃ বাণী ঘোষিছে !

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা !
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে,
গগনে তারা বৃষ্টি করে,
প্রলয়-মাঝে মন্ত্র-রূপা ! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা !

শকতিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !
ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে !
আদ্যা ! আদি-রাত্রি-রূপা !
অমর-নর-ধাত্রী-রূপা !
অশেষরূপা ! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে !

মুক্তি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
মুক্তি-মেখলা রাজে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়
কত রূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া
সোনার মৃণাল-মাঝে!

বিশ্বরাজের শত ঝরোখায়
আলোর শতক ধারা,
শতেক রঙের অভ্রে ও কাচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সূর্য্য-পারা।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'
অনাদি কালের অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
ঊর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি।

বিশ্ববীণায় শত তার তবু
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মুক্তি-মেখলা রাজে।

প্রণাম

অতল আকাশে যাঁর বিহার,
যাঁর প্রকাশ চিত্তে ভায়,
সবিতা বারতা বয় যাঁহার,
আজ প্রণাম তাঁর দু'পায়।

সাগরে সরিতে মূর্চ্ছনায়
হয় নিতুই যাঁর বোধন,—
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যাঁর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অতুল ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন উজল,—
রূপ যাঁহার বাক অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,
যাঁর পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্‌রে দীন!

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্‌,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে! আজ বাঁধিস্‌
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এ
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়!

তরুণী আশারে সঙ্গী কর্
আজ আবার, মন রে মন!
চির নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।

প্রাণে প্রাণে শুধু যাঁর প্রকাশ,
যাঁর আভায মন্-পবন,
গানে গানে নিতি যাঁর বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ!

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা দ্যায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা!

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপ্‌রাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্ ডুবিয়েছে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে'!
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে!
মোতিয়া মেঘের চামর পিজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় চেলে।

পূব্ গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে!
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহকেশর ফুলিয়েছে!
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে,—
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলো-পাথার দুলিয়েছে!

শিশির-কণার মাণিক ঘনায়, দূর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে
শীতল শিথিল শিউলী-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে !
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে !

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল্-খোলা !
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?
ফিঙ্‌ছে ফিঙে দুলিয়ে ফিতে, বোল ধরেছে বুল্‌বুলিতে !
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হব্‌বোলা !

রাজা-কারিগর

[গান]

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার আদি মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,
করাতের দাঁতে শাল চিরি !
খাঁটা পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি
গড়িছ কত কি কৌশলে !
কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা
আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !
হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে
খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে
ছুটোছুটি চৌপর দিনই !
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,
সোনা করো তুমি খাক্ নিয়ে
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার
গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার সেরা মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিচু,
পদানত যত গজ্‌গিরি ।

* * *

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ
দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
ফুলিয়ে আগুন বুদ্‌বুদে ।
অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
কাঠে কাঠে ঠুকে চক্‌মকি,
সূর্য্যের শান-যন্ত্রে চড়ায়ে
গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি !
ছিন্ন ভানুর জ্বালার মালায়
গড়িলে শিবের শূল তুমি,
যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
রেখে দিলে কেন মুলতুবি !
তারার খিলান রয়েছে যে তার
আধখানা আস্‌মান জুড়ে,
কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে ।

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গলোকের মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে যত কারিগরে
ঘরে ঘরে নব ছায় ছিরি !

* * *

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
নথ-দর্পণে শিল্প-বেদ,

সকল কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত
যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ।
অষ্ট বসুর কুলের দুলাল
হুনর তোমার সাত বুড়ি,
হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার
তুড়্-তুড়া-তুড়্ ছায় তুড়ি।
ভুরপুন্ হ'ল তান্‌পুরা তব,—
নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,
উল্লাস-ভরে হল্লোড় কভু,
গুন্‌গুন্ গান শুন্‌তে পাই।
তোমার ভক্ত সেবক যে তার
বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,
দম্‌কচা-মারা জোয়ান্ চেহারা
কোঁচ্‌কানো ভুরু, মন শাদা!

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি!
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ,
ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি।
তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি
আমরা বিশ্ব-বাংলাতে;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা
অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,
মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া
টানা দিই তাঁতে দিন রাতি।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,

কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুরপুন্ মারু বাঁশ ধরি।
তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
মোরা দড় বিশ-কর্ম্মেতে,
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে।

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
সকল কাজের মিস্তিরি!
তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা,
অনায়াসে ইস্পাত চিরি।

* * *

তোমার প্রসাদে স্রোতে বাঁধি মোরা,
পুল বেঁধে করি জয় জলে,
হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
কীলিকা-প্রয়োগ-কৌশলে।
বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
বে-চপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি।
অষ্ট বসুর যজমান মোরা,
ত্বষ্টা ঋষির সন্ততি;
নফর মোরা সূর্য্যদেবের;
স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি।
রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি!
তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে
হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিরি!

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
কাওয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়।

আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুব্‌তে থাকি।
ভবহ সোনার ফাঁকি
ঝুরুঝুর্ হাওয়ার খেলায়।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা।
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়।

সোনালি জদ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
শিখরের পর্দ্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়।

ধ'রে রূপ জর্দ্দা আলোর
ঝরে কার রূপের আতর।
নয়নের কার্ব্বা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায়।

নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে।
গহনে স্বপন-কোটে
শেফালি চোখ মেলে চায়।

অলকার রত্নাগারে
    ঢুকেছি হঠাৎ যেন।
ডুবে যাই চমৎকারে!
    সায়রে শিশির হেন।

আঙুলে হিঙুল নিয়ে
ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে।
গোপনের কিনার দিয়ে
    পারিজাত-ফুল ফেলে যায়

বলি, ও স্বর্গনদী!
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি?
    এসো আর একটু নেমে;

থেক না আধেক পথে,
এস গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
    প্রতিমার কপোল ঘেমে।

মরতের কুঞ্জগেহে
    ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,
তারা রয় তোমার দেহে,
    সে বরণ রয় কি ছাপা?

ধরণী সাজল ক'নে
যে আলোর সুচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা
    থেক না শূন্যে থেমে।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,
    থেক না বধির হয়ে,

এস গো অরূপ হ'তে
মূরতির এই মরতে,
দেখা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে ;

থেক না আর ছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া ?
প্রদোষের পদ্মপাতে
থেক না লুকিয়ে কায়া,

তোমারি মূক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দ্যু'তীর
উঠেছে মন্দির হ'য়ে।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পাল্লার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
যার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !
কার বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা।

খর রবি মূরছায় কার শ্যাম অঙ্গে !
তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
নীল মানিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
কে সেজেছে ফেনময় ধুতুরার শ্রেণীতে !
মাধব-বধূটি কে গো হর-অর্ধঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীয় নাগের কালো নির্মোক পরে কে !
হর-জটা ভুজগেরে ভুজতটে ধরে কে !
আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা !
সাগরের বোল্ বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !
শর্বরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি !
কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লান্তি !
এ যে আঁখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্ত্তি !
ও যে চির-উতরোল কল্লোল-স্ফূর্ত্তি !
সুখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে এ কি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালোচুলে পিঙ্গলে এ কি বেণীবন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সুখী-সুখে মুখে মুখে ছুঁহু নিঃসঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুহুঃ আজ অন্তর-দৃষ্টি !
অবচন এ কি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি !
সাম্যের এ কি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !
নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ !
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধিকৃত সংহিতা । হের দেখ নেত্র !
আর্য্য অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !
গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে !
ঢেউ-এ ঢেউ গেঁথে গেঁথে চলে মেতে পাথারে !

আঙুলে আঙুলে বাঁধা ভেদ-বাধা-লজ্জা।
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব!
অমা চুমে পূর্ণিমা! অপরূপ দৃশ্য!
চুয়া মিলে চন্দনে! বর্ণ ও গন্ধ!
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ!
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

অপরূপ! অপরূপ! আনন্দ-মল্লী!
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী!
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মূরতি!
অপরূপ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি!
মন হরে! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

ছন্দ-হিল্লোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌ সূর্য্য-ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু!

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
স্নিগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগছে গায়—কার দৈবী নিঃশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝরুছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!

ভাস্‌ছে বিল খাল ভাস্‌ছে বিলকুল্
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁইফুল!
ধান্য শীষ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুলজুল্!

বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু;
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু;
ঝঙ্ক ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভূ!" "ওম্ স্বয়ম্ভূ!"

ঝর্‌ছে ঝর্ঝর, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্ ববম্ বম্!"

'বম্ ববম্ বম্' শব্দ গম্ভীর।
বৃন্তে ছম্‌ছম্ স্তব্ধ জম্বীর!
মেঘ্-মৃদঙ্গে প্রাণ-সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাম্বীর।

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল!
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!
মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল!

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
　　ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
　　ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
　　বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্;
তবুও দেহ ধরি' এস হে 'অবতরি'
　　হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগত বাধা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
　　এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান.
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
　　ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
　　ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
　　চিত্ত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায়;
নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
　　মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
　　জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
　　ভুবন-মরুভূমে মুরতি চারুতার;
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
　　জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার!
তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
　　তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
　　তোমারি পায়ে ধায় আকূতি বসুধার॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি তায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়!

মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায়।

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী বহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র সুধা পান;
তত্ত্বের শিখরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন-কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,

চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ছিন্ন-তমঃ অবিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈবেদ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্তী হার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অবিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্রে, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যায়,
নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে ফিনেমার,

ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
ক্ষম ভুলি' 'হুন' 'গল্, যার লাগি' রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ককেশে যে লভিল বরমালা রম্যা অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

গান্ধিজী

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'
বাতায়নে দেখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ-তনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !

ঘরে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
[illegible] ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ!
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সত্য-লক্ষ মর্য্যাদা-সম্বোধি।
তামিল যুবক মরিয়া অমর যে পরশমণি ছুঁয়ে,
চিরপদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গণ্ড ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে,
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীর রাখী-সূতা—
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যান্‌ড্রুজ অযাচিত বন্ধুতা,
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্সভাল হ'তে ফিজি,
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্—এই সেই গান্ধিজী!

* * *

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—
ধৈর্য্য ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার রহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম"
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি',
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
অর্জন যার ব্রহ্মচর্য্য তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার-মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নহে সে যে কারো নীচু,

ক্ষুদ্রে মহত্তে যে দেখেছে মরি আত্মার চির-জ্যোতি ,
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার,—এই সেই গান্ধিজী !

* * *

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুনি মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্তব্যের আবাহনে,
নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি'
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু মুকুতা চুনি',
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মন্থিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির মিতা ,
রাজা-গিরি নয় কেবলই হুকুম কেবলই ডিক্রিজারী,
হাল গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভূভারতে,
রাজায় প্রজায় এ কথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাত শত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ-ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে-জন হরে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতার হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয় ।

* * *

এশিয়ার হক, হারুণের স্মৃতি, ইসলাম-সম্মান,—
মর্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
স্বরাজ বুকেতে সারা এশিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দুর হ'য়ে যে খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়ের ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দু'হু হিন্দু মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁ'র জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া দম্ভরোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হয়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আমলা-তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ,
মহাবাণী যার শকতি-আধার, অত্যুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে-
"স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিত হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে দেয় যারা হাত প্রেষ্টিজ-অজুহাতে,—
স্বরাজ—সে নৈযুজ্য তেমন আমলাতন্ত্র সাথে।

হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজের স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎশালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবি, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে ;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয়।

* * *

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিঃশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।
ব্যঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ-বাখান রাখ,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীমরুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস তো বল, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহাত্মমান গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালেরা, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আবগারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্‌নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর বুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্-আত্মা মহাত্মা কারে বলে।

এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস কোন দিন ?
দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন ?
দূরবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী লেখা !" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে ?
সেই মসী নিয়ে হাস্তে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
রশ্মির কণ বাড়ায়ে শস্যর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি ।
কুটীরে কুটীরে মহাজীবনের জেলেছে যে হোমশিখা,
দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি' মর্য্যাদা-শুচি টীকা,
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষাদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে ত্রিংশ কোটির মন,
দেশের খাতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মি-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি' ;
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
যারে মাঝে পেয়ে তাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোসলেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম-শৌর্য্য যাহার জীবন-মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্ফুরিছে নবীন সাজে ;
সারাটা জীবন খৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত-পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'-ব্রত যে সাধে ,
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে,
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে' ;
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পুরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে ত্রিংশ কোটির দিল্,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী ! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয় ।

শ্রদ্ধা-হোম

[কবিগুরু-প্রশস্তি। গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ]

জয় কবি! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!

প্রাণ-প্রণবের স্রষ্টা নব!
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব! জয়! জয়!

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী! জয়! জয়!

বাক্ তব বিশ্বস্রবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে! জয়! জয়!

পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি!
পাবীরবীর গায়ন রবি!
পুণ্য পাবকচ্ছবি! জয়! জয়!

জয় কবি! জয় হৃদয়-জেতা!
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা!
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা! জয়! জয়!

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকূতি;
কবি! সবিতা-দ্যুতি! জয়! জয়!

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ! জয়! জয়!

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে

অস্ফুট বোলে দেশ বলে—'জয়! জয়!'
তোমার সুব্রহ্মণ্যা বাণী
তারার ফুলের মালাখানি
কণ্ঠে কবি ছান্ আনি! জয়! জয়!

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোরে;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দেখে তুচ্ছ করে!
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্‌তে খাটো,
হাম্‌বড়াই-এর সংহিতা কোড় বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
কার কাছে তুই নোয়াস্ মাথা, রুদ্র চোখে কম্পদেহে?
সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-গুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের,
ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোকসংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ ব'লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার ত্রস্তে মানুষ মরদ্ সে কি? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিজও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সে কি? জিজ্ঞাসা কর্;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয় না মহৎ হয় না ডাগর।

* * *

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে।

মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জমছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লূতাজাল দুই হাতে দুই মশাল জ্বালি'।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের বোঁকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে ;
মেকীর উকিল মেকলে আর ভারত মন্দা মন্থর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর জিঙ্গোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেরী,
ছাই হ'য়ে যাক্ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী।
প্রণাম দাবী কর্‌ছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?
স্পষ্ট বলি পৈতাগুলোয় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে।
থাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে
হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া ফের ফির্‌ছে দেশে,
ভয় ভেগেছে ঊষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে।
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে।
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?
ঘুষ খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙলা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্‌ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে ?
বামুন ব'লেই কর্‌ব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পার্‌লে দিতে ?
বামুন ব'লেই কর্‌ব খাতির শুনঃশেফের ঘৃণ্য পিতায়—
হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধ্‌তে রাজী, ধন যদি পায় !
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে মন্ত্রশালে
পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পূজ্‌ব কি সেই খণ্ডহালে ?
বামুন ব'লেই পূজ্‌বে হিন্দু ভৃগুকুলের মত্ত হাতী ?
কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্‌বে তাদের কৃষ্ণে যারা দেখায় লাথি ?
ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্‌ল ব'লে
হর্ষেরে খুন কর্‌তে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ছলে ?

গুজ্‌রাটেতে আব্‌রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
স্বদেশ যে জন পরকে দিলে পূজ্‌বো কি সেই বিপ্রবরে ?
রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
বাঁধ্‌তে গরু যুক্তি দিলে পূজ্‌ব কি সেই বুদ্ধিমানে ?
"দুর্গপথে তুলসী ছড়াও, মাড়াতে তায় নারবে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তিভাজন ? হায় রে পাগল !
হিন্দুচূড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
গলায় দ'ড়ে রাম-কাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?
ভুজুঙে যার শানলো নাকো, আনতে হ'ল গিলোটিনে
মন্ত্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে ?
পুলিস টাউট্‌ নেশায় আউট গঙ্গাজলী-সাক্ষী দড়
বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মানব বড় ?
কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
তাই ব'লে পাউরুটিওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না।

* * *

জাতের খাতায় সাফ সুকৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে ?
দুষ্কৃতি যে দেউলে' ক'রে দেয় তলিয়ে অগৌরবে ;—
তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়তে হবে, নাইক দেরী, আজ আখেরী।
শ্রদ্ধাভাজন সত্যি যে জন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে।
পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে।
সেক্সপীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছ্‌বে না কেউ কিপ লিঙেরে,
চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আসছে সেরে।
বার্ক-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পূজ্‌বে কেবা ?
হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ-সেবা ?

কর্জ্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,—
লর্ড্ সাহেবের মর্য্যাদা কি লুটবে জিঙ্গো পাদ্রী প্রভু?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়্‌বে ওলাইচণ্ডী কি হায়?
বেসান্ট সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায়?
রং দেখিয়েই ভড় কে দেবে? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ভায়ার-প্রেমী হিষ্টিরিয়া?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাহাত্ম্য ত্বকে?
ফর্সা ব'লেই করব খাতির চর্ম্ম-গূঢ় মহত্বকে?
দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কায়দা করে,
তারেও কি রাজভক্তি দেব? রাখব কী ধন রাজার তরে?
অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি করব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে?
নিশীথে যার হরিণ শিকার, ফকির শিকার দিন-দুপুরে,
যার পরশে কুলির প্লীহা বিস্ফুরকের মতন স্ফুরে,
রাস্তাতে যে সকে হাঁটায়, নিরস্ত্রে যে খাওয়ায় খাবি,
ঘোমটা খুলে দেয় যে দুত, রাজ-পূজা সেও করবে দাবী?
সাহেব ব'লেই করব সেলাম? মন্দ ভালো বাছবো নাকো?
অন্যায়ে যে করবে কায়েম, বলব তারে সুখে থাকো?
খুনীরে যে দেয় খোলসা, আইন গ'ড়ে রাতারাতি
প্রশস্তি তার পড়্‌ব কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাতি?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শিরটি মুড়ে?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি?
আত্মলাভের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে দেখ্ নাইক রাতি।
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে—দেখিস্ কি আর চিন্তার চেরি,
হিসাবনিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * *

বুক্-সমন্ধের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমন্ধ্ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে।

মুরুব্বিদের কর্ছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি কর্ছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
নিখিল লয়ে রন্ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।
তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে।
বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে যুগের শেষে।
চিনি ব'লে চুন যে খাওয়ায় চল্বে না তার সওদাগরী,
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখো না ভুল খাতায় ভরি'।
খাদ ক'ষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
মদের গেলাস আছ্ড়ে ভাঙো, মুরুব্বিদের ওড়াও হেসে।
মন খুলে বল্ মনের কথা, জমতে বুকে দিস্ না ঘৃণা,
মন্দকে বল্ মন্দ সোজা, পালিস্ বিনা—রসান্ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্টিয়ে কর—যদি যে তায় ফেল্ রে ছুঁড়ে,
মুকুলে মিল্লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্ খোলসা—করিস্নে ভয় নিন্দা গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা দেয় তাদের মুখে দে চুনকালি
পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো—
জাদা-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক্ দিয়ে ঠিক্ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদূর দেবে,—
তৈরী থাকো; অরুণ উষায় নতুন জীবন আসবে নেবে।

বিদ্যুৎ-বিলাস

[শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে]

সিন্ধুর রোল
      মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
            গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ-বিলোল—
            রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
      সারা সৃষ্টিময়,—
            জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব বিভোল্—
            ছায় দ্যুলোক।

বৃষ্টির স্রোত
      করে বিশ্ব লোপ;
            নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
            নিশ্চপল,
পর্জ্জন্যের
   চলে শূন্যে রথ,—
            ধ্বনি মহৎ,
নির্জ্জন নীপের
            কুঞ্জতল।

সূর্য্যের নাম
   হ'ল শব্দ-শেষ,
         প্রতি নিমেষ—

তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার।
মেঘমল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যূথী-লতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরায়!

দেব-ঝর্ণার
জলে জলসা আজ
ধরণী-মাঝ,
কিন্নর বীণায়
উঠ্‌চে তান,
অঞ্জন-মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ,
ঝঞ্ঝার আবেগ
চায় পরাণ।

ইন্দ্রের ধন
হের পথ্‌ছায়—
সোনা বিছায়,
বর্ষার সৃজন
দিক ছাপায়!
অঙ্কুর তার
ত্যজে গর্ভবাস
ফেলে নিশ্বাস—
ভুঁই-ভাগ আবার
ভুঁইচাপায়।

ঝাপ্‌সার রূপ
শুধু পট আজ
ভুলাল কাজ,
মৌনের অরূপ
মূর্চ্ছনায়
শম্পের গান
ভ'রে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্র-চূড
ঝড়-গরুড়,
পাথ্‌সাট আচোট
বন লোটায়।
গর্জ্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ।
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায়!

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রি দিন
করে নবীন,
মৃত্যুর কিরীচ্‌
প্রাণ বিলায়!

বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায় !

অনুবাদ

মাঙ্গলিক

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক্ সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চলে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

অথর্ব বেদ

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান্,
অঙ্গুলি তার পাখায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হুলের চিন্ ।
অমনি আঙুল উঠিল জ্বলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় নিমলিন .
জননী তাহার ছিলেন যেথায়,
লুটায়ে সেথায় পড়িল ব্যথায়,
"আই—আই—মা গো মরেছি, মরেছি," কাঁদিয়া কহিল দীন,
"ওগো মা মরেছি. মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জরেছি,
পাখনা-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইনু ক্ষীণ !"

জননী হাসিয়া কহেন, "বালক !
মধুপের হুল যদি ভয়ানক,
তবে যারে তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি' নিশি দিন ?"

আনাক্রেয়ন

যৌবন-মুগ্ধা

যখন আমি ঘোম্‌টা তুলি নয়ন 'পরে,
পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষা ভরে ;
বিদ্ধ তাদের বক্ষ হ'তে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ঝরে !
কিম্বা, যদি সুগন্ধি কেশ আচম্বিতে
এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,
গন্ধটি তা'র লুকায় চুলের সুগন্ধিতে !
যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
এমনি শোভা হয় যে, তখন অম্‌নি বাজে,
শতেক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলস্বনে
বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি' কুঞ্জ মাঝে !

জেবুন্নিসা

পথের পথিক

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,
মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
সাথে খেয়ে-শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরাণো যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয় !
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
আমার বাহুর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিয়ে ।

কথা ত' কহিতে পারিব না আমি মূরতি তোমার ভাবিব একা,
পথ 'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই।

হুইট

বালিকার অনুরাগ

(তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায়?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আমার প্রতীক্ষায়!
(সে যে) মিথ্যে এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায়!

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কখ্‌খনো ত চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হায়;
(তারে) দেখতে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায়।

ওড়্‌নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার 'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক, আস্‌বে আমার বর!
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্‌তে বরের ঘর।

ওড়্‌নাখানি উড়্‌ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্‌ব আপন, আমায় দাও বিদায়।

চীন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ

গোপিকার গান

ছি, ছি, কি লাজ, রাখাল! রাখাল!
লজ্জা সরম নাই;
চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে
ছুঁইছি যখন গাই।

গোলাপ কত ফুটছে আবার,
বকুল হেসে লুটছে আবার,
তুমি এসে চুমা দিলে ভুঁইছি যখন গাই !

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
থর্‌ব তারে কেমন ক'রে
ভুঁইতে ভুঁইতে গাই ;
পায়রা কত উড়্‌ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়্‌ছে আবার
রাখাল এসে চুমা দিলে ভুঁইছি যখন গাই।

এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !
চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,
এড়ানো কি যায় কখনো
ভুঁইতে ভুঁইতে গাই ;
পাপিয়া গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হ'তে চুমা দে যাও, ভুঁইতে ভুঁইতে গাই !

টেনিসন

প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, স্ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন করেছে,—সখী, সে কি যাদুকর ?
যখনি আমার মদনগোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায় !
শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি উদ্‌ভ্রান্ত,
এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্ ত'।
কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্ম্ম বিদরে ওরে

সখীরে সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,
তোদের দেখিয়া মদনগোপাল চলে গেছে রোষভরে ;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদনগোপাল না জানি কি গুণ জানে।

তামিল কবিতা

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য্য তোমার,
জ্যোতি তব উষার কিরণে ,
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে।
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায়।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি "রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে,
এ রূপ দেখাতে নারি হায় !"
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে রবে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?
আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
এ কি গো সমর-লীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমের (ও) মর্ম্ম যাহা তাই তুমি মোরে,
জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু

মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' ;
মৃদু নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজল তারা আঁধারে জলে,
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি' ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি'
কে জানে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !
নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি' পড়ে,—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;
পাপিয়ার অনুযোগ ফুটিতে নারি'
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তারি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণী ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলো আমারে,
মরি গো, মুরছি, ডুবে যাই আঁধারে !
পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুমার সাথে !
কপোল হয়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুত তালে দুরু দুরু কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি
তোমারি বুকের 'পরে যাক্ সে টুটি' ।

শেলি

প্রিয়া যবে পাশে

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কে বা সুলতান্? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা!
আমাদের দলে সরাব যা' চলে তাহে কারো নাহি দোষ,
তবে ফুলময়ী! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ।
আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্ব্বদাই।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি',
আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী!
শর্করা মিঠা আমারে ব'লো না, প্রিয়া! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি।
অখ্যাতি হবে? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর।
মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
তাঁর আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ!
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসবকাল!

হাফেজ

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বল, এখন কোথায় যাব আর?
থাকবে হেথা?—যেতে কোথাও হবে?
পাল তুলে দিই?—ধরি তবে দাঁড়?

নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বল, কোথায় যাব আর ?

চুমার চাপে যে দুখ গেছে মরি',—
অশ্রু সুখের শেষ নিশাসে ভরি',—
প্রসাদ পবন মোদের হবে সে ;
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান্,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান্,
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে।
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়,
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে দু'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,
রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে রবে রসদ্ রাশি,
রসদ্ রবে অধর-প্রান্তে সই!
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়!
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?
কিম্বা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?
কিম্বা যেথায় তুষার বুকে সাজে ?
কিম্বা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়!
এখন বল,—যাব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে, "নামিয়ো মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা ;—
একটি শর, একটি মাত্র হিয়া !"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;
নারী সেথায় নামতে নারে, প্রিয়া !

তেয়োফিল গতিয়ে

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম' একা ম্রিয়মাণ ?
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাহে না গান।
সৈনিক, কিবা ব্যথিছে তোমায় ?
কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?
শাখা-মৃষিকের পূর্ণ কোটর,
মরাইয়ে ধান।
কমলের মত ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে,—
নাহি বিরাম।
"মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—
সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—
দীঘল চিকুর, লঘু গতি, আঁখি
উদাস তারি।
"গাঁথি' মালা দিনু শিরে পরাইয়া,
কাঁকন, মেখলা কুসুমে গড়ি' ;
চাহি মোর পানে আবেগে যেন সে
উঠে গুমরি।

"চপল ঘোড়ায় লইনু তুলিয়া
অনিমিখ সারা দিনমান ;
পাশে হেলি' সে যে গাহিল কেবলি
পরীর গান।
"আনি' দিল মোরে কত ফলমূল,
দিল বনমধু, সুধারাশি গো ;
কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—
'ভালবাসি গো !'
"অপরূপ-বনে ল'য়ে গেল মোরে,
নিশ্বাসি কত কাঁদিল হায় ;
মুদিনু তাহার অস্ত নয়ন
চারি চুমায়।
"সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,
স্বপন দেখিনু কত হায় ;
চরম স্বপন—তা'ও দেখেছি এ
গিরির গায়।
"মরণ-পাংশু কত রথী, বীর,
কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
কহে তারা, 'হায়, নিঠুরা রূপসী
মজাল তোরে !'
"দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,
গিরি শয়ান।
"সেই সে কারণে হেথায় আমি আজ,
তাই ভ্রমি একা ম্রিয়মাণ ;
যদিও শেহালা মরে হ্রদে, পাখী
না গাহে গান।"

কীট্‌স

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্-পাড়ে ব'সে ব'সে কাটুবে সুতা যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুন্‌গুনিয়ে গাবে,
বল্‌বে তুমি 'জানিস্ কি লো,
আহা যখন বয়েস্ ছিল
লিখ্‌ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে !'

শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান;—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
শুনে যদি ওঠেই জেগে,
বল্‌বে তারা ক্ষণেক থেকে,
'ধন্য তুমি উদ্দেশে যার কবি রচে গান !'

মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি রব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হব,
তোমার গর্ব্ব, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়্‌বে নিতি,
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব ;
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি— ধূলি হ'ব !

রঁশার্দ

জীবন-স্বপ্ন

ললাটের 'পরে ধর চুম্বনখানি,
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী ;
আজনম মোর স্বপনে হয়েছে ভোর,—
বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জ্জনতার ফাঁকে,—

কি করিব ? হায়, পালানো তাদের ধারা,
জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তারা ;
সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'সে,
উড়িয়া পালাতে কখনো কি তারা তোলে ?
যা করি, যা ভাবি, য'াই দেখি মোরা চোখে
সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !
সিন্ধুর কূলে গর্জন গান শুনি,
করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গণি,
কত সে অল্প—তবু সব গেল ঝরি',
নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।
হায়, বিধি, মোর কিছু কি শকতি নাই ?—
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে সে ধন পাই ?
এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
যা করি, যা দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-ঢেউয়ের মেলা !

এড্গার অ্যালেন্ পো

দিবা-স্বপ্ন

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্ যেতে পথে, হঠাৎ শুন্‌তে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান ।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ঘেঁষাঘেঁষি বস্তি মাঝে চল্‌লো নদী বেয়ে !

সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দু'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে ;
একটি ছোট ঘর, সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরাণে তার ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
ঘোর কুয়াশা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে না রে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির ;
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন-নীর।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণা-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

বিবেকানন্দ

চিঠি

"প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি যাকে,
সকলি ভাল তার;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই;
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রী বড় খোকাবাবু।"

রেকর্ড

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে;
মৌন বিশ্ব; দহে বায়ু তৃষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি';
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মুরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারা দেশ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী; বৎস গাভী পানীয় না পায়;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি, অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ-সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হ'তে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে ;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে !

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হ'য়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চুর।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান,—ক্ষমায় শাস্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এস, সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন ;
আপন দুর্জ্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি' সপ্ত বার নির্ব্বাণ-সাগরে।

লেকঁৎ-দে-লিল্

শিশিরের গান

কাঁদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের,—

উদাস করি' প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর !
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হাহুতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি' ঝরি'
আঁখিজল।
সমীর মোরে, হায়,
টানিয়া নিতে চায়
করি' জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো ঝরা পাতা
তনু মোর।

পল্ ভার্লেন

স্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;
আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?
আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দোলে,
শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে।
পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ,—
শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
ছন্দে ছন্দে অনলের সাথে জোৎস্না পরাণে আনে।
পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু ;
কল্পলোকের তারায় তারায় ফিরিতে তবুও হারি,
পায়ের ধূলার মত ধরণীরে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি।

স্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি !
নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধায়ে মিথ্যা জয়ের আশা,
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা !

লি-পো

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্ত্তন !

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্ত্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন !

অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

বদ্‌লেয়ার

সঙ্কেত-গীতিকা

ভোর হ'য়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর!
সুন্দরী! তুমি কত ঘুম যাও? সজনী!
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর?
টুটিল না ঘুম? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী।
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল!
গাহে কে! আর
কাঁদে কেবল!

নিখিল ভুবন করে করাঘাত দুয়ারে তোর,
পাখী ডেকে বলে 'আমি সঙ্গীত-সুষমা;'
ঊষা বলে 'আমি দিনের আলোক, কনক-ভোর,'
হিয়া মোর বলে 'আমি প্রেম, অয়ি সুরমা!'
প্রিয়া! কোথায়?
শোনো, চপল!
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল।

ভালবাসি নারী! পূজা করি, দেবী! মুরতি তোর,
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে;
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে!
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল!
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল!

ভিক্টর হ্যুগো

'প্রেম'

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন শুনি নাই জীবনে,
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,
'রূপসী' বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়,
যদি না জানো মনে 'জীবনে মরণেও'
ব'লো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।
বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,— তবুও মন প্রাণ
না সঁপি' যদি বুক না ফাটে,
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপন ভ'রে দিন নাহি যায়,—
ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
ব'লো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

এলিজাবেথ্ ব্যারেট ব্রাউনিং

বাসন্তীর স্বপ্ন

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে!
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে, "ওরে!
উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—
সাথে নিয়ে যাব তোরে।"

সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন-পারা।
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল!
এনু কি তোমার দেশে?
চাম্পা নদীর কিনারে কিনারে
ফাল্গুনী হাওয়ায় ভেসে?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—
হ'য়ে গেল নিঃশেষ।
বাথিত নয়ন লুকায় যেমন
বিভথ শয্যা-মাঝে,
পরাণ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে।

কোথায় চম্পাপুর।
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর।
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
স্বপ্ন মু'খানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত!

হুসেন হসান

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হ'য়ে উঠিস্‌নে তুই, ওরে,
কেন সঙ্কোচ? কবি আমি একজন;
সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।

নদী যত দিন উছলিবে তোরে হেরে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্ম্মরিয়া,—
তত দিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিয়া।

দেখা হবে ফের, কথা দিয়ে গেনু নারী,
যতন করিস্ যোগ্য আমার হ'তে,
ধৈর্য্য ধরিস্,—শক্ত সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবনচারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার,
ভাল হ'য়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী!
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার!

হুইটম্যান

ত্রিশ্লোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে?
সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে?
কোন্ কথা চাঁদ বলে চুপি রাত্রিরে?
কোন্ জন তাহা জানে?
ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি, নীড়ের পানে?
রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' রে—
কোন্ জন তাহা জানে?
গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে?
কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে?
অতল কি গান শুনায় হিমাদ্রিরে?
কে জানে এ তিন গানে?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;
ঊষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকশি' মধ্যদিনে,
গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিশ্বাসে
বেসুর করিয়া বাঁধে,—
কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যেরে ?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, ক্ষণে ?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে !
প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান শুধু ঢেউয়ের দিকে।
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,
জাগে যে বজ্রশিখে,—
যাবে না সে বোঝা, যত দিন আছে প্রাণ !
ধ্রুবতারা করি' মরণের দু'আঁখিকে
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;
একটি নিমেষে সমস্যা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
ঊষার মতন হাসিতে ফুটায়ে আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি' গোধূলিকে।

পুনর্বার্ষ

মহাদেব

আমি জলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দেই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোস্ পরাই
আমিই চুপে !
আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।
আমি জগতের জনম হেতু, আমি বিচিত্র
অশ্লিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেথলা ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা !
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দেই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে ঝরি' !
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মূরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

আলফ্রেড সায়াল।

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশটি রে! কি মিষ্টি তাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।
আমার জন্যে তৈরী তুমি, কেমন তোমার গা
তুলোয় ভরা তুলতুলে, আর কিছু ভারি না।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমাই আমি বেশ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হায়,
মা নেই তাদের, ঘর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায়;
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আহা কি কষ্ট!
শুধু শুয়ে ঘুম কি আসে? শরীর আড়ষ্ট।—
শীতের দিনে নাইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়।
দেখ মা! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

ভগবানকে রোজ বলি মা "এদের পানে চাও,
যাদের বালিশ নাইকো ঠাকুর! বালিশ তাদের দাও।"
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি।
ঠিক তখন কি করি জানো?···জানতে কি হয় সাধ?
তখন আমি তোমায় মা গো করি আশীর্ব্বাদ।

সকাল সকাল উঠ্‌ব না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাকব সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলার আলো
শুয়ে শুয়ে লেপের ভিতর দেখ্‌তে সে বেশ ভালো।
এখনো ঘুম আসছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তা হ'লে তুই ঘুমো।

হে ভগবান্! হে ভগবান্! হে ঠাকুর! হে হরি!
ছেলেমানুষ আমি তোমায় এই নিবেদন করি,
শিশুর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কয়,
শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
শুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,
অনাথ কারেও আর ক'রো না এই নিবেদন পায়।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্যলোকে এস গো একদিন,—
কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন
তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো ব'লে
কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে;
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার
দিয়ো ছোট একটি বালিশ রাত্রে ঘুমোবার।

মার্সেলিন ভালমোর

ছেলেমানুষ

সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয়?
আগে এসে দখল করে বসেছে মা'র কোল,
আমাদের ভাগ দিতে হলেই অমনি গণ্ডগোল।
"দিদি ভারি দেখতে ভালো" বলে সকল লোক,
আমায় বলে "ছেলেমানুষ"—নেইকো কারো চোখ।
আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায়।
বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্দ,—
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পদ্য,
কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
কেউ বলে না "তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ!"

ছেলেমানুষ!…তবু জানি থাকবে না এই দিন,
আমিও হব সুন্দরী গো…যাক্ না বছর তিন—
এ চুল তখন লম্বা হবে, পুরন্ত এই মুখ,
দাঁতগুলি সব ঝক্‌ঝকে আর ঠোঁট দুটি টুক্‌টুক্;
জানি তখন আমার পানেও থাক্‌বে চেয়ে লোক
কাজল বিনা অমনি কালো হবে যখন চোখ।

থায়ো পেনিয়ো

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভেজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে;
তৃতীয় পেয়ালা মশগুল্ করে
মজ্‌লিশ ক্রমে জমিয়া আসে;
চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা,—
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা,—
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে।
ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
মর্ত্ত্য মানবে অমর করে!
সপ্তম! আর চলে না আমার
চলে নাকো আর ছয়ের পরে।
এখন কেবল হয় অনুভব
আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে!
স্বর্গপুর—সে কত দূর? আমি
এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে!

লো তুং

বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
জড়ায় যেথা হাওয়ায় ডানা লতার জটাজুটে,—
নাবাল্ ডালের নাম্‌না ধরেঁ দুল্‌ছে কাকাতুয়া,—
হলুদ-পেটা বন-মাকোসার সুতায় ঝুলে শুঁয়া,—
ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হনু যেথায় ডাকে,—
গরুর হন্তা ঘোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে।
বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
শ্যাওলা-ধরা শুক্‌নো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—
চটা যীনে চাট্‌তে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
ঠোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে।
তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস!—শুঁটের মত শিটে—
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চল্‌তে পাতার পিঠে।
গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
লতা-পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
জিব্ দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সাম্‌নেরি থাবাটি ;
তার পরে হায়, তন্দ্রাভরে মিটির মিটির চোখ,—
সোনালী দুই চোখের তারায় লাগ্‌ল ঘুমের ঝোঁক।
চেষ্টা-হারা, চেতন-হারা, কেবল তন্দ্রাভরে—
থেকে থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে।
স্বপন দেখে বনে পশু ;—মনের খেলা চলে,
কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;
স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
হক্‌চকিয়ে হাম্বা রবে বলদ শুধু ডাকে,
থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে।

লেকঁৎ দে লিল্

চাঁদ্‌নী রাতের চাষ

মৌন-মদির চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে !
জল্‌-চক্কীর চাকা ঘুরায়ে ঘুরে,
কল্লোলি' চলে জল কোন্ সুদূরে ;
চাঁদের আর্শী নদী বনে চলিতে
চাঁদেরি হাসিতে রহে ঝলমলিতে !

মুগ্ধ-মন্থর চাঁদ বিভোল্ মনে
বিরল কোণে
ফসল বোনে !
ঝাউ বনে 'পিউ কাঁহা' গাহিছে কে রে ?
টার্পিন-তরু-তলে শশক ফেরে,
ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর
বিস্ফারি' দুই আঁখি বসে আছে থির !

পীত-পাণ্ডুর চাঁদ আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে
উদাস মনে !
টেকো-পাখী বাদুড়েরা উড়িল ঝাঁকে,
কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;
বাঁকা-পথে নোনা-মাছ বোঝাই গাড়ি,
চলেছে একেলা নানা শব্দ ছাড়ি'।

প্রেত-পাণ্ডুর চাঁদ নত-নয়নে
গগন-কোণে
পশম বোনে !
নেবা-উননের কাঁধে ঘুমায় বুড়ী,
বুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;

বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না টিম্,
ঝিঁ ঝি ডাকে তারি ফাঁকে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্।

মৃদু-মন্থর চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে!
রাতের ফড়িং-পরী নাচে সুবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস-পোষাকী,
তরুণী ছাগীরে বুঝি ভাবে সে সাকী।

মধু-যামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে
স্বপন বোনে
সারা ভুবনে!
তস্কর দলে আজ যত নষ্টা
পথে পথে ফেরে মেতে ক'রে ফষ্টা,
জোনাকীর খোঁজে ছেলেমেয়েরা চলে,
গলাগলি ঠেলাঠেলি হাসি উছলে।

মদির অধীর চাঁদ বিমান-কোণে
বিভোল্ মনে
কী ধান বোনে!
ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলে
চাঁদনী-ধানের শিস খোলে আড়ালে।
ভালবাসা ভবঘুরে হ'ল সে ঝোঁকে,
চাঁদের সুতা যে তার লেগেছে চোখে।

মধু-যামিনীর বঁধু উদাস মনে
আকাশ-কোণে
কাপাস্ বোনে!

গ্রাম ছেড়ে বনে যায় কারা কি ছলে,
কারা কম্পিত চিতে পিছনে চলে ;
মাতানো মদিরা এ যে ফেলে নিশ্বাস,
চাঁদের আলোতে আহা মেলে বাহুপাশ ।

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে
কি জাল বোনে
খেয়াল-মনে !
রাতে যে বেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,
রঙ্গে অনঙ্গ সে যায়ে গো বলে ;
নিশীথে নিশান যার ওড়ে আকাশে,
চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে ।
মৌন-মদির চাঁদ স্বপন বোনে
আপন মনে
গগন-কোণে ।

'মহ'ল

যোগাত্মা

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা ।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ'লে
ক্ষীরের জন্ম বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে ;
দুই পাশে তার গোচরভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে ।
গরু ও বাছুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা
ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ;

সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর-মাখা,—
রামধনু রঙ্—শোভার নাহিক ওর।

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাখা;
চড়ুই নাচিয়া খাগ্ত খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থরগতি চলে,
ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট;
ফলন্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধবধব করে চাঁদনি ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁড়ি,
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা।
বসে ছিল সেথা আয়তলোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে।

(৪)

"শাঁখা চাই! ভাল শাঁখা নেবে? ওগো মেয়ে!"
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
তারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে;
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,'
সতীশঙ্খ এ—নানান্ গুণ এ রাখে;
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক-ভরে হস্ত বাড়াল নারী,
"ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ!
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

(৫)

সোনালী রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারি।
সুন্দরী বটে!...তবে সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে!—
প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!
গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
"শাঁখার মূল্য?" পুছে শাঁখারিরে নারী;
দাম শুনি শেষে, খুসী হ'য়ে কহে হাসি'
"পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী।"

(৬)

"বাড়ী? কোন্ পাড়া? দাম নেব বাড়ী যেয়ে?"
না, না,—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;

মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজ্যেশ্বরী !"
"না বাছা, পড়েছি আমি, গরিবের হাতে,
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী ,
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের বাড়ী।
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ ?—ওই আমাদের ঘর ;
বাবা ঘরে আছে, বলো গিয়ে তুমি তাঁকে,
কড়ি পাবে, দেরি হবে না, নাহিক ডর।"

(৭)

"ও যে দেউল গো !" "দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা ;
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হাঁকি'
জোরে না ডাকিলে, তাঁয় বাপু ডাকা বৃথা।
দেখা হ'লে পরে, ব'ল,—'ধামসেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দেয়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা !'
দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন না ছাড়ি।"

(৮)

"ছাদে ছাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা'হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা' আছে পড়ি'
—সে টাকা আমার, তাই যেন দান ধরে ;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে ;
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার !"

বৃদ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
"মধুমাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার।"
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী ;
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মত চরণ দুখানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার ;
তরবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-শুক্র প্রদ্যোত-দ্যুতি হার!
শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে!
পথের ভিখারী শাঁখারী সে কোন্ ছার?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধ'রে
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা ;
সোনার কলস ঝলসে দেউল 'পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তার যায় দেখা।
খাসা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা ;
ডাহিনে গোয়াল, বাঁয়ে গোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবাগাছ, করবী—রাঙা ও সাদা।

'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
খরারের পাশে চড়ুই শালিক নাচে ;
অতিথি পথিকে মিলি সবে যেন বলে
'সুখ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে।'

(১)

"শাঁখা চাই,—শাঁখা।" হাঁকিল শঙ্খ-বেণে
স্বর শুনি দ্বারে পূজারী এলেন ছুটে ;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে !
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি, দাঁড়া রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে ;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দুপহরে ?
ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে,
বেলাও দুপর,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে !"

(১২)

কহিল শাঁখারি "ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে ;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা ;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত ?
তোমার জন্য স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু'গাছি শাঁখা ;

দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি?—আছে ত নগদ টাকা?

(১৩)

"খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনার কাজে,—
তাই এত দাম।" "সে কি রে আমার মেয়ে?
কি বলিস্ তুই? কি বকিস্ তুই বাজে?"
"তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে ধেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।"
হাসিয়া পূজারী কহে "তাই নাকি? বটে!
বাপু হে! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয়;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে;—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয়!"

(১৪)

"বল কি ঠাকুর? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে?
ঠকাবার মত চেহারা ত তার নয়;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুরঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা।" "দাঁড়া বাপু, দাঁড়া, দেখি।"
ঘরে গেল দ্বিজ—শাঁখারিরে বারে রেখে।
ফিরে এসে বলে, "তাই ত'! তাই ত'! এ কি!
শাঁখার যে দাম বলেছিস তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে, যে ঠিক তাই!
ঠিক্ পুরাপুরি কম বেশী নাই, ওরে!
কম বেশী নাই একটা পয়সা পাই!"

(১৫)

"অবাক্! অবাক্! বিস্ময় মানি মনে!
ধন্য শাঁখারি! জনম ধন্য তোর!
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর!
বুড়া হয়ে গেনু পূজা অর্চ্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই তার আমি;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভোর,
ঝাপ্‌সা দু'চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে!
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে!

(১৬)

"অবাক্! অবাক্! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি' কোন্ পূরালি মনস্কাম?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হয়ে গিয়েছিলি বুদ্ধি-বচন-হারা।"
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া।
হাত হতে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি',
আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী!

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেণে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি;

ঘাটে পৌঁছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামশেরা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী !
নীরব পাখীরা, নাহিক কলধ্বনি,
নির্জ্জন বীথি সারস ফিরায় একা ;
শুধু বাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্মফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা !
হাঁকিল শাঁখারি, পূজারী ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই ! •
স্থল জল মূক—মুগধ—মূর্চ্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝি বা পড়েছে প্রতিধ্বনি ।

(১৮)

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে ;
আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
করে নিবেদন কেবল মৃদুল স্বরে,—
"জননি ! জননি ! দেখা দে মা একবার,
নম্র হৃদয়ে রয়েছি মা পথ চেয়ে ;
শূন্য ফিরিব ? দয়া কি হবে না আর ?
দয়া কি হবে না ? ওগো পাষাণের মেয়ে !
অযাচিত দেখা দিছিস্ যেমন আজি
আরেকটিবার দেখা দে তেমনি করে ;
স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
না যদি হয় গো, দেখা দে মূরতি ধরে ।"

(১৯)

"দৈববাণীতে বিদ্যুৎরূপে কিবা
জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব ;
সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
পরাণে বিথারি' অনুপম পরভাব ।"

সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্ম-দীঘির বুকে !
তার পরে ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত,—চক্ষেরি সম্মুখে !
শাঁখারি পূজারী—অবাক্ হইয়া রহে
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে ;
ধামসেরা-ঘাটে পদ্ম আহরি' দোঁহে
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
আজো ক্ষীরগাঁয়ে হাজারো যাত্রী মেলে
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্ব্বের মত
সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে ;
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁখা
বরষে বরষে আসি দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাড্যারে !
ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি ;
দুধে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলেমেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশমণির কুচি !

* * *

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে ;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে।

তরু দত্ত

পরীর মায়া

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চুলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে !

বিজনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায় ? ভয় না মানে ?
জুতায় সোনার আড়-কাঁটা-আঁটা—আঁধারে জ্বলে,
কাঁটার গুঁতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে।
গহনে গহনে চলিতে যখনি জোছনা মেলে,—
তাজের জলুস্ জ্বলে আবলুস আঁধার ঠেলে।

ময়না-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—
ঘুরিয়া ফিরিয়া মুরছিত মৃদু হাওয়ার 'পরে !
কহে পরী-রাণী অশ্বারোহীরে "দুঃসাহসী !
কোথা যাও ? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি ?
অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি,
ফের ! ফের ! এস, এইখানে দোঁহে নৃত্য করি।"

ময়না-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চুলে
নিরালায় বনে আলয় রচিয়া পরীরা বুলে !

"না, না, পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী ;
কাল আমাদের বিবাহ ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি ?
পথ ছাড় ওগো ! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী !
নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি'।
আর দেরি ক'রে দিয়ো না গো, যাব প্রিয়ার পাশে ;
হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে !"

ময়না-ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চুলে
নিভৃতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে !

"হোক্—মাথা খাও,—দাঁড়াও ক্ষণেক অশ্বারোহী!
তোমারি লাগিয়া পরশপাথর এনেছি বহি;
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার তরে,
সম্পদ্ আর সুখের যা সেরা—সঁপিব করে।"
"উহু!" "তবে মর" কহি নিশাচরী হিম আঙুলে
ছোঁয়াইল বীর অশ্বারোহীর হৃদয়-মূলে।

ময়না-ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায়ে মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে।

জিন্-কসা-কালো ঘোড়াটি মিলাল জিনের নীচে,
আড়-কাটা-আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে;
কম্পিত দেহে অশ্বারোহী সে সহসা ছাখে'—
পাংশু-মূরতি মৃদুগতি কে গো?—আসিছে এ কে!
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে! "সরে-যা ওরে
পরী! নিশাচরী! শয়তানী তুই—ছুঁসনে মোরে।"

ময়না-ফুলের অপরূপ মালা পরিয়া চুলে
ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বুলে।

"ছুঁসনে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—
বধূ লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা।"
"হায় পতি!" কহে পাংশু-মূরতি করুণ রবে
"এবারের মত শ্মশানেই মোদের বাসর হবে,
আমি নাই আর।" শুনি সমাচার অশ্বারোহী
ক্ষুব্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি' মহী!

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে।

লেক' দে লিল্

বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরি-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম !
আজ্ পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে ;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

কহিছে ওহারু করজোড়ে "প্রভু !
দাও মোরে হেন বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশ্বাসে
নিবে আসে চরাচর ;—
নিশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে !"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল থরে থরে।

"দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,—
গোপন সান্দ্র মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর ;—
যেই সান্ধ্যদেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"
ওহারুর বুকে চারু চেরি-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা !

"হেন পতি দাও কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,—
আফিম-ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বায়ে আনচান।

ভালবাসা যার কানন উদার
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি,
মুখে চেরি-ফুল আঁকা!

"দাও হেন বর, সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কর-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি।"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল উঠে দুলি'।

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে;
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি!"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
চুলে চেরি-ফুলপাতি।

"দাও হেন বর, হাসে ভাবে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,—
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে;
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া।"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরি-চারু তার কায়া।

দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয় ;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায় ।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল মুরছায় ।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম !
কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে ।"
চেরি-ফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে !

নোগুচি

সংসারের সার

সারা বরষের যত সুষমা সৌরভ
সঞ্চিত সে থাকে
ভ্রমরের এক মধু-চাকে ।
সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব
লুকায়িত আছে,
একখানি হীরকের মাঝে !
সিন্ধু-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর ঝলক
বিরাজিছে সুখে,
ক্ষুদ্র এক মুকুতার বুকে !

সুষমা, সৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক
মোহ ও বৈভব,
তুলনায় তুচ্ছ এই সব ;—
নিষ্ঠা যে মুক্তার চেয়ে খাঁটি সমধিক,
নির্ভর সরল
হীরকের অধিক উজ্জ্বল ;
মিলিয়াছে গূঢ়তম নির্ভর নির্ভীক
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,
তরুণীর প্রথম চুম্বনে।

ব্রাউনিং

'রহসি'

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়াছে ভুলি'
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মু'খানি তুলি',—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সচেত গোলাপ সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোন সাগর দিয়া।

মখ্‌মল্-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
তারি মত চুপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সান্দ্র জোছনা সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া।

সন্ধ্যা যে সুরে তারাদের ডাকে গোধূলি শেষে
সেই মৃদু সুরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সন্ধ্যা-প্রতিমা সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজে জাগে ফাগুন,—মৃত ওঠে গো জিয়া।

তুষার গলিয়া যেমন সলিল সবে
তারি মত হয়ে নারী সে কহিল নিরালা স্বরে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
তরুণী তটিনী সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া।

নোগুচি

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
শান্তি প্রীতি সান্ত্বনাতে ভরা,
পাখীর পালক খস্‌লে শোনা যাবে তাও এখন
এম্‌নি ধারা স্তব্ধ বসুন্ধরা।

প্রিয়া যখন আস্‌বে কাছে এ সেই শুভক্ষণ
মন্দ মৃদু বইছে সাঁঝের বায়,
উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ধরছে গো উনন
এই ফাঁকে সে আস্‌বে গো হেথায়।

আস্‌বে কাছে হয়তো তেমন বলবে না কিচ্ছুই
আমি তবু থাকবো পেতে কান,
থাক্‌ব চেয়ে চোখের 'পরে চোখ দুটি মোর থুই
শুন্‌তে আমি পাব তাহার প্রাণ।

প্রাণের স্পন্দ তনুর ছন্দ ভরবে আমার মন
সেই আনন্দে খেল্‌বে গো বিদ্যুৎ,
হঠাৎ তারে চম্‌কে দেবো—দেবো গো চুম্বন
উঠ্‌বে হেসে জোনাক পোকার যূথ।

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
মন যে যখন মনের কথা কয়,
সারা দিনের রুদ্ধ আবেগ করতে নিবেদন
এই তো সময় এই তো সুসময়।

যে-সব কথার নেইক মানে তাহাই বারবার
পরস্পরে বল্‌তে এখন হয়,
হয় ত কি এক ফুল দেখেছি আজকে বনের ধার
বর্ণিয়া তার তারই পরিচয়।
যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ
খুল্‌তে দেরাজ যখন অকস্মাৎ
হাতে ঠেকে অনেক দিনের পত্র পুরাতন
ভ'রে ওঠে হর্ষে আঁখির পাত।

এমিল্ ভ্যারহারেন্

তাজের প্রথম প্রশস্তি

[মূল ফারসী ছন্দের অনুসরণে]

জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেষ!
অমল তায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!
উজল দিক্! শোভায় ঠিক্ স্বরগ-উদ্যান;
সদাই ভর্ সুবাস ঘর,—যেমন প্রেম-ধ্যান!
পরাগ-খোর আগুন-ভোর কুসুম-ভরপুর,
ঘুচায় ধুল—চোখের চুল বুলায় রোজ হুর!
রতন্-চয় দেওয়ালময় মাণিক ছাদ ছায়,
হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির শ্বাস বায়!
এ নির্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন্,
কৃপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন।
কুসুম-ঠাম ধেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—
ইহার পর ধাতার বর সদায় রয় থির।
পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,
শরণ যেই এ ঠাঁই লয় ফুরায় তার ক্লেশ।
আইন হায় যাহার চায় এ ঠাঁই তার মাফ্,
দোষীর দোষ ও আফশোস হেথায় হয় সাফ।

হিয়ার মোর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
গভীর শোক চাঁদের চোখ স্মরণ-লোক ছায়।
শোকীর গান এ নির্মাণ,—শোকের সৌরভ,
ইহার কাজ প্রচার—রাজরাজের গৌরব।

সম্রাট্ সাহজাহান

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রস্ফুটিত কণ্ঠে যার মূর্ত্ত তব আত্মার আভাস,—
হারালে কেমনে তারে? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুমাস!
তোমার প্রাণের নিধি,—কুহুধ্বনি মধুপ-গুঞ্জন,
কুসুমিত ক্রমদল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
সুজলা তটিনী আর সুফলস্ত ক্ষেত্র ঘনশ্যাম,
আনন্দের অশ্রুধারা, উচ্ছ্বসিত হাস্য অভিরাম,
ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্ত্তি এ সবার,—
রচিয়াছে ভাবস্বর্গ মহীয়ান্ মধুর উদার,—
নরের হৃদগত যত গ্রন্থে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
নারীর মধুর দিঠি,—ইন্দ্রজাল—মায়াজাল পেতে
মায়াবী সে মন্ত্রবাক্! গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার;
পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার
গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে;
গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, দিবা—সব আছে এ নব সৃজনে।
বায়বী কল্পনা-ছবি বাস্তবেরে করেছে মলিন
আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে বিলীন।

* * *

হে বঙ্গের জল স্থল! হে চির সুন্দর! সুশোভন!
মধুর তোমরা সবে; মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—পিক কণ্ঠে আছে মধু, জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মন্ত্রবাক্ বঙ্কিমের বাণী।

বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরি হৃদয়,
দেখেছে সে দেবীমূর্ত্তি স্বদেশের অভ্রণ অক্ষয়।
বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র!—নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
খড়্গ তার তীক্ষ্ণধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে। জন্ম লভি শুষ্ক দুর্বৎসরে
নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যমূর্ত্তি; মরুভূমি 'পরে—
হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ;
গন্ধে অনবস্থ করি' দেওয়ারে সে করেছে আলাপ!

অরবিন্দ ঘোষ

স্বরূপের আরোপ

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে,—
স্পন্দিত প্রাণ মন;
চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে
জানু ঘিরি' তৃণবন।
ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে,
হংস ফিরিছে ঘরে,
শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে
ডানা হ'তে জল ঝরে।

সহসা শুনিনু কণ্ঠ তুলিয়া
হংস কহিছে ডাকি',
"চক্ষুতে ধরা রেখেছে যে ধরি
আমারি মত সে পাখী,—
মরাল সে জন মরণ-রহিত
রহে সে গগন 'পরে,
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো
চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে।"

আগু বাড়ি' যাই,—শুনিবারে পাই
পদ্ম কহিছে সরে,—
"সৃজন পালন করে যে আপনি
আছে সে বৃন্তভরে।
আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে;
'জগৎ' যাহারে বলে,—
সে তো সেই মহাপদ্মের দলে
হিম-কণা টল্‌টলে।"

ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল
নিরবিল তার গাথা,
তারার কিরণে দু'আঁখি ভরিয়া
হরিণ তুলিল মাথা;
সে কহিল "হায়, গগনে যে ধায়
সে এক নিরীহ মৃগ,
নহিলে এমন শান্ত শোভন
জীব সে গড়িত কি গো?"

হরিণেরে ছাড়ি' যাই আগু বাড়ি'
ময়ূর ফুকারে কেকা,
উচ্চে কহে সে "তৃণ পতঙ্গ
সকলি যে গড়ে একা,
সে এক ময়ূর আমারি মতন;
এ শোভা সে দেছে মোরে,—
তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
সেই সারা রাত ধ'রে।"

য়েট্‌স্‌

গোলাপ-গুচ্ছ

সারাদিন আমি বেঁধেছি গোলাপ
গুচ্ছ করি',
এবে একে একে দলগুলি তা'র
নিতেছে হরি';
দিতেছি ছড়ায়ে যে পথে আমার
সে জন যায়,
একবার সে কি চাহিবে না ফিরি'?
চা'বে না? হায়!
তবে প'ড়ে থাক্,— তবে প'ড়ে থাক্,—
মরিয়া যা'বে?
আমি ভেবেছিনু নয়নে তাহার
পড়িয়া যা'বে?

হায়, কতকাল করিয়াছি শ্রম
সাধিতে হাত,
ফিরাতে কঠিন আঙুল বীণায়
দিবস রাত;
আজিকে আমার গাহিতে যতন
জানি যে গান,
সে কি শুনিবে না? হায় গো সেজন
দিবে না কান?
যাক্ ছিঁড়ে তার, গান থেমে যাক্
হৃদয় তলে;
আহা যদি আজ সেজন আমায়
গাহিতে বলে!

সারাটি জীবন শিখেছি শুধুই
বাসিতে ভাল,
এবার ভেবেছি সাধিয়া দেখিব
জলে কি আলো;

মরম-কাহিনী শোনা'র সেজনে,
শুনিবে সে কি ?
দিবে সে কি মোরে স্বরগের সুখ ?
ভালই, দেখি।
যে খুসী হারাক্ আমি ত' বলি গো
এমনি ধারা,—
স্বর্গ যাদের করতলে আসে
ধন্য তারা!

ব্রাউনিং

রুবাইয়াৎ

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পাশে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

* * *

সাকী! তুহি আজ পাত্র ভরিয়া এনো তাই নিশ্চয়,
ভুলায় যাহাতে অতীত শোচনা ভবিষ্যতের ভয়;
আগামীকল্য! সে ভাবনা আমি উড়ায়ে দিয়েছি হেসে,
আগামীকল্য চ'লে যেতে পারি গত-কল্যের দেশে।

* * *

জীবন-খাতায় তোমার আমার হিসাব-নিকাশ হ'লে,
ভেব না কখনো এমনটি আর হ'বে না ভূমণ্ডলে;
চির দিবসের সাকী আমাদের পাত্রটি হ'তে তার
এমন ঢেলেছে—কোটি বুদ্বুদ—ঢালিছে সে অনিবার!

* * *

পথের মধ্যে ক্ষণিক বিরাম! ক্ষণেকের আহ্লাদ,
মধ্য-মরুর উৎসে ক্ষণিক জীবনের আস্বাদ;
আঁখি পাল্‌টিতে, আর কেহ নাই! ছায়া-যাত্রীর দল
নশ্বরতায় লয় হ'য়ে গেছে; ওরে তোরা ছুটে চল্।

* * *

নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভরসা ভয়,
এইটুকু জানি,—মানবজীবন প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়,
এইটুকু খাঁটি। বাকী যাহা বল, তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল।

* * *

অদ্ভুত!—নয়? কত লোক গেছে মৃত্যু-দুয়ার দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এল না পথের বার্ত্তা নিয়ে;
কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়েছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হ'লে তবু নিজেকেই হ'বে যেতে!

* * *

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
আঁখি যাহা কভু না পায় দেখিতে করিবারে দর্শন;
ফিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে "ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।"

* * *

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অনুতপ্ত মনের বিকট অন্ধকার;—
যেমনি আঁধার হ'তে কিছু আগে বাহির হ'য়েছি সবে,
যেমন আঁধারে একদিন, হায়, ডুবিতে আবার হ'বে।

* * *

প্রথম মাটিতে গড়া হ'য়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
শেষ নবান্ন হ'বে সে ধান্যে তা'রো বীজ আছে তা'য়;
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

* * *

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারম্বার,
অনুতাপে মোর ক্ষীণ চিত্তের করিব সংস্কার;
বিচার ক্ষমতা ছিল কি তখন? ফুল হাতে ঋতুরাজ
জীর্ণ আমার অনুতাপটুকু ছিন্ন করেছে আজ!

* * *

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে ছুঁদিনেই লয় পায়,
সুরভিগন্ধি যৌবন-পুঁথি পলে উল্‌টিয়া যায় ;
কাল যে পাপিয়া এই তরুশাখে গাহিতে ছিল গো গান,
কোথা হ'তে এসে কোন্ পথে হায় করিল সে প্রস্থান।

*   *   *

ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে মোদের সবে,
মোদের অন্তে এমনি কতই অস্ত উদয় হ'বে,
উদয়-শিখরে উঁকি দিয়ে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হ'লে,
আমাদের সবে এইখান্‌টিতে খুঁজিবে সে,—নিষ্ফলে।

ওমর খৈয়াম

ছোড়ান্-কাঠি

অথর্ব্ব বেদ—চতুর্ব্বেদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। যজ্ঞকার্য্যের অগ্নাধারকদিগকে অথর্ব্বা বা ব্রহ্মা বলিত। এই অথর্ব্বাদের রচিত বেদই অথর্ব্ব বেদ নামে পরিচিত।

অরবিন্দ ঘোষ—(খৃঃ ১৮৭২—১৯৫০) ইনি "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংরেজী পদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আনাক্রেয়ন্—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লিরিক্ কবি। ইনি আজীবন সুরা ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস।

ওমর খৈয়াম—(খৃঃ ১০৫০-১১২৩) জন্ম খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে। ইনি গণিতশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ—(খৃঃ ১৭৭০-১৮৫০) ইংরেজী-সাহিত্যে ঋষি-কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কীট্‌স্—(খৃঃ ১৭৯৫-১৮২১) বিখ্যাত ইংরেজ কবি। 'সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর'—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা।

গতিয়ে, তেয়োফিল—(খৃঃ ১৮১১-৭২) ফরাসী কবি। সমালোচকেরা বলেন, কাব্য-রচনার শব্দ-শিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

জেবুন্নিসা—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিদুষী কন্যা। ইনি কবি ছিলেন।

টেনিসন—(খৃঃ ১৮০৯-৯২) ইংরেজ পোয়েট-লরেট্। ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভা-কবি ছিলেন।

তরু দত্ত—(খৃঃ ১৮৫৬-৭৭) বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বাড়ীর মেয়ে। ইংরেজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হন।

নোগুচি, য়োনে—জাপানী কবি। আমেরিকায় প্রথম শিক্ষা ও সাহিত্যের হাতে-খড়ি হয়। ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'Seen and Unseen'।

পো, এড্‌গার অ্যালেন্—(খৃঃ ১৮০৯-৪৯) জন্ম আমেরিকার বোষ্টন নগরে। ইহার রচনা ইন্দ্রজালের মত মোহকর।

বদলেয়ার—(খৃঃ ১৮২১-৬৭) ফরাসী কবি। ইনি 'সুন্দরকে মন্দ'

দেখিতেন না, কিন্তু 'মন্দকে সুন্দর' দেখিতেন। ইহাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দ—(খৃঃ ১৮৬৩-১৯০২) ইনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। গদ্য পদ্য অনেক লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট—(খৃঃ ১৮০৬-৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন—নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং, রবার্ট—(খৃঃ ১৮১২-৮৯) গদ্যে যেমন কার্লাইল, পদ্যে তেমনি ব্রাউনিং ; কঠোর, দুর্গম, দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু সারবান্।

ভালমোর, মার্সেলিন—ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্ ব্রাউনিং অপেক্ষা ইহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভার্লেন, পল—(খৃঃ ১৮৮৪-৯৬ ইহার কবিতা ভাব-সঙ্কেতে অতুলনীয় ; জন্ম ফ্রান্সে।

ভারহায়রেন্, এমিল—(খৃঃ ১৮৮৫-১৯১৬) বেলজিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি ; ইনি রেলওয়ে কারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন।

মিস্ত্রাল—(খৃঃ ১৮৩০-১৯১৪ ইনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স জেলার লোক। ঐ জেলার চলতি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পান। কবির মা লেখাপড়া জানিতেন না, তাঁহার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইনি চলতি ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি যথার্থ মাতৃভাষার সেবক এবং মাতৃদেবীর ভক্ত সন্তান।

য়েট্‌স—(খৃঃ ১৮৬৫-১৯৩৯) আয়রল্যাণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-মূর্ত্তি। নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রেক্সফোর্ড—ইনি আমেরিকার কবি।

রন্সার্ড—(খৃঃ ১৫২৪-৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবি-বন্ধু 'সাত ভাই চম্পা' বা 'কৃত্তিকামণ্ডলী' নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

লায়াল, স্যার আল্‌ফ্রেড কমিন—(খৃঃ ১৮৩৫-১৯১১) সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড।

লি-পো—(খৃঃ ৭০১-৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা ; ইহার কবিতা বিচিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ।

লেকঁৎ দে লিল—(খৃঃ ১৮২০-৯৪) 'কীর্ত্তিভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন দ্বীপ।

লো তুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি।

শী কিং—ইহার অর্থ কবিতা-পুস্তক। চীনদেশের প্রাচীন কবিতাসমূহের সংগ্রহ। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নামই 'শী-কিং'।

শেনিয়ে, আঁদ্রে—(খৃঃ ১৭৬০-৯৪) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি। শাসৎ-কর্দ্দের সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয়।

শেলি—(খৃঃ ১৭৯২-১৮২২) ইহার রচনা বিদ্যুতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবি-সমাজের কবি নামে খ্যাত।

সরোজিনী নাইডু—(খৃঃ ১৮৭৯-১৯৪৯) ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়াছেন। নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি। ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। ভারতীয় রাজনীতিতে ইহার কীর্ত্তি অবিস্মরণীয়। স্বাধীন ভারতে ইনি যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর হন।

সাজাহান (সম্রাট্)—লাহোরে জন্ম হয়। তাজমহল, কিলা-ই-সঙ্গ-সুখ, জুম্মা মস্‌জিদ ও প্রাচীন দিল্লী ইহার কীর্ত্তি।

সুইন্‌বার্ণ—(খৃঃ ১৮৩৭-১৯০৯) ইংরেজ কবি। ভাষা ও ছন্দের উপর অসাধরণ দখল।

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রচনায় আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাগবত সাদৃশ্য আছে।

হুইটম্যান—(খৃঃ ১৮১৯-৯২) আমেরিকার কবি। প্রচলিত পদ্যরীতির শাসন অমান্য করিয়া ইনি অভিনব মুক্তছন্দে প্রেম ও স্বাধীনতার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হুগো ভিক্তর—(খৃঃ ১৮০২-৮৫) ইহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলঙ্কার, ইহার উপন্যাস ফরাসী দেশের মহাভারত।

ৎসেন-ৎসান—চীনদেশের কবি। মহাকবি তু ফু ইহার বন্ধু ছিলেন। ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান।